CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-196 ■ 17 April, 2026 ■ আগরতলা ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ৩ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

এডিসি নির্বাচনে চার কেন্দ্রে পুনঃভোট শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন, আজ ফলাফল

আগরতলা/চড়িলাম/বিলোনিয়া/শান্তিরবাজার, ১৬ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের প্রেক্ষিতে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় তিনটি আসনের অন্তর্গত চারটি ভোটকেন্দ্রে বৃহস্পতিবার পুনঃভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলে এবং সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবেই তা সম্পন্ন হয়।

পুনঃভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়া কেন্দ্রগুলি হল পেকুয়ারজলা-জন্মেজয়নগর আসনের হীরাপুর এস.বি. স্কুল, কুলাই-চাম্পাহাওর আসনের ভাটিময়দান এস.বি. স্কুল ও রামদেব ঠাকুর পাড়া কেন্দ্র, এবং মহারানীপুর-তেলিয়ামুড়া আসনের নন্দকুমার পাড়া জে.বি. স্কুল। গত ১২ এপ্রিল মূল ভোটগ্রহণের পর এই কেন্দ্রগুলিতে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় নির্বাচন কমিশন পুনরায় ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এদিন সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রগুলিতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। চারটি কেন্দ্রের ভোটাররা পুনরায় বুথে এসে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন।

এদিকে আগামীকাল, ১৭ এপ্রিল, এডিসি নির্বাচনের ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে। মোট ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে গণনার মাধ্যমে। পাহাড়ি এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। তিপ্রা মথা তাদের প্রভাব ধরে রাখতে পারবে নাকি শাসকদল বিজেপি নতুন করে দখল নেবেতা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তুঙ্গে। উভয় দলের নেতৃত্বরাই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। সব মিলিয়ে এডিসি নির্বাচনের ফলাফলকে ঘিরে এখন রাজ্যজুড়ে চূড়ান্ত আগ্রহ ও উত্তেজনার পরিবেশ বিরাজ করছে। এদিকে, এডিসি নির্বাচনের গননার বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে শান্তির বাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আগামীকাল এডিসি নির্বাচনে গনদেবতার রায় প্রকাশ হতে চলছে।

২৬ নং বীরচন্দ্র কলসী আসনের নির্বাচনের গননার কাজহবে শান্তির বাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে। এই গননায় যাতে করে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনা না ঘটে তারই লক্ষ্য রেখে সমস্ত প্রকারের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ৩ টা ৩০ মিনিট নাগাদ এডিসি নির্বাচনের বিভিন্ন দিকগুলোনিয়ে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরলেন ২৬ নং বীরচন্দ্র কলসী আসনের রিটানিং অফিসার তথা শান্তিরবাজার মহকুমাশাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা।

তিনি জানান, আগামীকাল সকাল ৮ ঘটিকাথেকে শুরুহবে ভোট গননার কাজ। ভোটগননার জন্য কাউন্টিংহলে ১২ টি টেবিল রাখা হবে এবং পোষ্টাল ব্যালেট ভোট গননার জন্য আলাদাকরে একটি টেবিল রাখাহবে। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যদিয়ে রিটানিং অফিসার জানান ২৬ বীরচন্দ্র কলসী আসনে এখনোপর্যন্ত ২৬৪ টি পোষ্টাল ব্যালট কাষ্ট হয়েছে এখনো ৭ টি পোষ্টাল ব্যালট এখনো আসেনি। আগামীকাল সকাল ৮ ঘটিকার আগে এই বেলেট গুলো আসলে গননাহবে আর ৮ ঘটিকার পর আসলে এগুলি অবৈধ বলে ঘোষনাকরাহবে। গনানার দিন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ৫০ জন সাপোর্টার নিয়ে আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানান। এতে করে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভবনা থাকবেনা। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে থাকার জন্য আলাদাকরে জায়গাকরে দেওয়াহয়েছে যারমধ্যে রয়েছে তিপ্রামথা দলকে আর কে গঞ্জ স্কুল মাঠে, বিজেপিকে শান্তির বাজার পুরাতন মোটর ষ্টেন্ডে ও অন্যান্যদলকে বেতাগায় শান্তির বাজার ডিগ্রী কলেজের মাঠে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

গত ২০২৩ এর বিধানসভায় শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে যে অপ্রতিকর ঘটনাঘটেছে তার যেন পুনরাবৃতিনাহয় তারজন্য সবকিছুর আয়োজন করাহয়েছে। গননার দিন অধিক পরিমানে পেরামেলেটারি ফোর্জ, টি এস আর ও পুলিশ নিয়োগ করাহবে। নির্বাচন গননার কাজ সার্বিক দিকদিয়ে শান্তিপুর্নভাবে হবে বলে আশব্যক্ত করেন রিটানিং অফিসার শান্তিরঞ্জন চাকমা।

এদিকে, এডিসি নির্বাচনের ভোট গণনা সামনে রেখে দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগামী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হতে চলেছে ভোট গণনার কাজ। গণদেবতার রায় কোন পক্ষের দিকে যায়, সেদিকেই নজর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলসহ সাধারণ মানুষের।

ভোট গণনা যাতে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সে লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে দক্ষিণ জেলা প্রশাসন। এই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজাদ পি, আইএএস, নিজে বিভিন্ন গণনাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এদিন তিনি সাব্রুম ও শান্তিরবাজারের কাউন্টিং হল পরিদর্শন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অবকাঠামো এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখেন। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও দেন।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলাশাসক জানান, ভোট গণনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর নির্যাতনে গৃহবধূর আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ এপ্রিল ।। স্বামীর শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন চার সন্তানের এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই জেলার কমলপুর থানার অন্তর্গত কাইমাছড়া গ্রামে। অসুস্থ গৃহবধূর নাম বিশখা সিং ভূমিজ (২৪)। তাঁর স্বামী রতন কন্দ (৩১), পেশায় ইটভাটার গাড়ির চালক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে বুধবার সকাল থেকেই রতন কন্দ মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে গালিগালাজ করতে থাকেন। বিকেলের দিকে বিষয়টি তীব্র ঝগড়ায় রূপ নেয় এবং অভিযোগ, রতন কন্দ তাঁর স্ত্রীকে মারধর করেন। মারধর সহ্য করতে না পেরে বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বিশখা সিং ভূমিজ।

ঘটনার পর তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লে গ্রামবাসীরা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন এবং মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

হাই ভোল্টেজ তার ছিঁড়ে নাবালিকা গুরুতর জখম, বিদ্যুৎ দপ্তরে ভাঙচুর, রক্তাক্ত ওসি, পুলিশের লাঠিচার্জ

কর্তব্যে গাফিলতি, আমবাসায় ডিজিএম এবং সিনিয়র ম্যানেজারকে শোকজ নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল ।। ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমায় পরপর হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে পড়ার ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ওই ঘটনায় এক কিশোরী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এর জেরে উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা বিদ্যুৎ দপ্তরের কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের হামলায় আহত হন আমবাসা থানার ওসি নন্দন লাল দাস। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

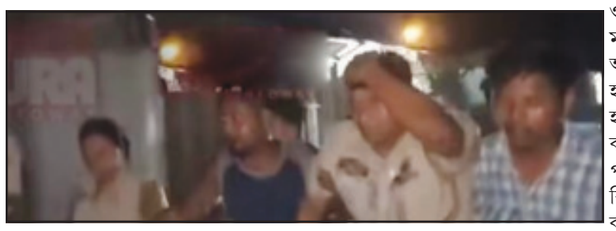

জানা গেছে, আমবাসা বাজার সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ করে একটি হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে। এতে ১৩ বছরের মন্টি মোদক নামে এক কিশোরী গুরুতরভাবে ঝলসে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান। পরপর দুইবার বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলন্ত ও বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা বিদ্যুতের তার মেরামতের দাবি জানিয়ে আসলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। এ্রী আগেও একবার বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়েছিল। এরই প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতা আমবাসা বিদ্যুৎ দপ্তরের কার্যালয়ে হামলা চালায়। দপ্তরের আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ভাঙচুর করা হয়।

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ। এতে গুরুতরভাবে আহত হন আমবাসা থানার ওসি নন্দন লাল দাস। মাথায় আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকলে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। পরে ধলাই জেলার পুলিশ সুপার ও অন্যান্য শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বর্তমানে আমবাসা বাজার এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো ঘটনার উপর নজর রাখা হচ্ছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সকাশে তিপরা মথা, এডিসি ভোটের গণনায় জোরদার নিরাপত্তার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচনের ভোট গণনা অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছে তিপ্রা মথা।

আগামী ১৭ এপ্রিল নির্ধারিত এডিসি ভোট গণনাকে সামনে রেখে বুধবার তিপ্রা মথার এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই দাবি জানায়। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন দলের বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা এবং রমেশ দেববর্মা।

সাক্ষাৎকারে তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানান, ভোট গণনার দিন যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং গণনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

একটি মামলায় জামিন পেলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

ঢাকা, ১৬ এপ্রিল ।। আজ একটি মামলায় জামিন পেলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। সিআর ৪৯১/২৩ মামলায় অবশেষে জামিন মঞ্জুর হয়েছে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর। বিচারপতি মোঃ আতাউর রহমান ও মোঃ আলী রেজার ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেন আজ। আজ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অষ্টম বেতন কমিশন

৩.৮৩ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের প্রস্তাব, ন্যূনতম বেতন হবে ৬৯,০০০ টাকা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ন্যূনতম বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল—জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেশিনারি (এনসি-জেসিএম)। অষ্টম বেতন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া সাধারণ স্মারকে ৩.৮৩৩ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে, যার ফলে ন্যূনতম বেতন বর্তমান ১৮,০০০ টাকা থেকে বেড়ে ৬৯,০০০ টাকায় পৌঁছতে পারে।

এনসি-জেসিএম, যা কেন্দ্রীয় সরকার ও কর্মচারীদের মধ্যে শীর্ষস্তরের আলোচনার মঞ্চ, তারা এক মাসের বেতন সমপরিমাণ গ্র্যাচুইটি-সহ অন্যান্য সুবিধারও প্রস্তাব দিয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর' হল একটি গুণক, যার মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার খরচ বিবেচনা করে বর্তমান বেসিক বেতনের উপর নতুন বেতন নির্ধারণ করা হয়।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, বছরে ৬ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতির ক্ষেত্রে অন্তত ১০,০০০ টাকার সুবিধা সহ দুইটি ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার কথাও বিবেচনা করা হোক।

অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হলে ৫০ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় কর্মচারী এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হবেন।

উল্লেখ্য, সপ্তম বেতন কমিশনে ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রয়োগ করে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন ষষ্ঠ বেতন কমিশনের ৭,০০০ টাকার বেসিক বেতন গুণ করে তা ১৮,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমান বেতন কাঠামোতে মোট ১৮টি লেভেল রয়েছে, যেখানে উচ্চপদস্থ কর্মীরা বেসিক বেতনের পাশাপাশি এইচআরএ, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য ভাতা পান।

এদিকে, ফেডারেশন অব ন্যাশনাল পোস্টাল অর্গানাইজেশন সরকারকে ৫৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়া-বিলোনিয়া সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

শিশু ও টমটম চালকের মৃত্যু গুরুতর আহত মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৬ এপ্রিল ।। *সোনামুড়া-বিলোনিয়া মূল সড়কের রবীন্দ্রনগর মঝারপার এলাকায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন এক টমটম চালক। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক মা ও তাঁর শিশু পুত্র। যদিও পরে শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেছে চিকিৎসক। জানা গেছে, টিআর ০১ সি ৪৩১১ নম্বরের একটি ম্যাক্স গাড়ি এবং টিআরপি এ৩৮৩৫ নম্বরের একটি টমটমের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ঘটনাস্থলেই টমটম চালকের মৃত্যু হয়। নিহতের নাম প্রদীপ দাস* ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আতঙ্কিত গো-পালকরা: লাম্পি রোগে গবাদি পশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল ।। দক্ষিণ চড়িলাম এলাকায় লাম্পি রোগে আক্রান্ত হয়ে এক গবাদি পশুর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত পশুটি স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর দত্তের বলে জানা গেছে। ওই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে অন্যান্য গো-পালকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। জানা যায়, কয়েকদিন ধরেই দীপঙ্কর দত্তের গরুটি অসুস্থ ছিল। শরীরে ফোঁড়ার মতো গুটি, দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দেয়, যা লাম্পি রোগের উপসর্গ হিসেবে পরিচিত। পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকায় তিনি দ্রুত পশু চিকিৎসার জন্য সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করেন বলে দাবি। তবে অভিযোগ, একাধিকবার ফোন করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে কোনও চিকিৎসক বা সহায়তা পৌঁছায়নি। অবশেষে চিকিৎসার অভাবেই গরুটির মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাদের অভিযোগ, সময়মতো চিকিৎসা পেলে হয়তো গবাদি পশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হত। এদিকে, এলাকায় আরও গবাদি পশু লাম্পি রোগে আক্রান্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন গো-পালকরা। ফলে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। স্থানীয়দের মতে, অবিলম্বে আক্রান্ত এলাকায় পশু চিকিৎসকদের পাঠিয়ে টিকাকরণ ও সচেতনতা বাড়ানো জরুরি, নচেৎ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জিবি হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তায় জলজট ও দূষণে নাজেহাল পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল ।। রাজধানীর জিবি হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তায় দীর্ঘদিনের জলজট ও নিকাশি সমস্যায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হাসপাতালের সামনে রাস্তার ওপর জমে থাকা নোংরা জলে কার্যত চলাচল ব্যাহত হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জিবি হাসপাতালের দূষিত জল সরাসরি রাস্তার ড্রেনে পড়ছে। কিন্তু ড্রেনটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় সেই জল উপচে রাস্তায় উঠে আসছে। ফলে রাস্তা জুড়ে নোংরা জল জমে থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, যা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীদের জন্য চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথচারীদের অনেকেই এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দ্বিধাবোধ করছেন। তাঁদের আশঙ্কা, দূষিত জলের সংস্পর্শে এলে নানা ধরনের রোগ ছড়াতে পারে। এলাকাটি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত, যার কাউন্সিলর লতা নাথ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, একাধিকবার বিষয়টি জানানো হলেও সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি জনপ্রতিনিধিরা এলাকায় এলেও যানবাহনে করে আসায় সাধারণ মানুষের সমস্যার বাস্তব চিত্র তাঁদের নজরে পড়ে না বলেও দাবি স্থানীয়দের।

অন্যদিকে দুর্গা চৌমুহনি থেকে বড়জলা পর্যন্ত সড়কের বেহাল দশা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যানচালক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 17-04-2026, 01:26

জাগরণ আগরতলা, ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
৩ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

লোকসভার আসন বৃদ্ধির ইঙ্গিত

কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে লোকসভায় ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল এবং ডেলিমিটেশন বিল ২০২৬ পেশ করিয়াছে। এর ফলে লোকসভার পুরো চিত্রটাই বদলাইয়া যাইতেছে।বর্তমানে লোকসভার আসন ৫৪৩টি। প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী এটি বাড়াইয়া ৮৫০ করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে , যাহার মধ্যে ৮১৫টি রাজ্য থেকে এবং ৩৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে। অর্থাৎ প্রায় ৫৬ু আসন বাড়িতেছে।লোকসভার আসন সংখ্যা ৮৫০ হইলে, ৩৩ু মহিলা সংরক্ষণ অনুযায়ী মহিলাদের জন্য বরাদ্দ আসন হইবে প্রায় ২৭৩টি। মূলত "নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম" বা মহিলা সংরক্ষণ আইনটি কার্যকর করিবার জন্যই এই আসন সংখ্যা বাড়ানো হইতেছে। যাহাতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করিলেও সাধারণ বা পুরুষ প্রার্থীদের বর্তমান সংখ্যায় কোনো বড় ঘাটতি না পড়ে। সরকার চাইতেছে ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেই এই সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া শেষ করিয়া মহিলা সংরক্ষণ চালু করিতে।এই আসন বৃদ্ধির ভিত্তি ধরা হইতেছে ২০১১ সালের জনগণনাকে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো যেমন তামিলনাড়ু, কেরালা এর বিরোধিতা করিয়াছে। তাহাদের আশঙ্কা, উত্তর ভারতের জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় সেখানে আসন বেশি বাড়িবে, ফলে সংসদে দক্ষিণ ভারতের গুরুত্ব বা প্রভাব কমিয়া যাইতে পারে।তবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, আসন পুনর্বিন্যাসের সময় কোনো রাজ্যেরই বর্তমান প্রতিনিধিত্ব কমিবে না, বরং সব রাজ্যেরই আসন সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়িবে।এটি ভারতের গণতন্ত্রের একটি বিশাল মোড়। একদিকে যেমন মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইতেছে, অন্যদিকে সংসদ ভবনের আয়তন ও সদস্য সংখ্যাও বিশাল রূপ নিতেছে।

দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব আরও শক্তিশালী করিবার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। বৃহস্পতিবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে দেশের প্রতিটি রাজ্যে সংসদীয় আসনের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। এর ফলে মোট লোকসভা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৮১৫-এ পৌঁছাইতে পারে। এই প্রস্তাবিত আসনগুলির মধ্যে ২৭২টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার পরিকল্পনাও রহিয়াছে, যাহা নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় তিনটি সংশোধনী বিল পেশ করিয়াছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধন। এছাড়া, ডিলিমিটেশন কমিশন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী বিল। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী হইবে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় নতুন দিশা মিলিবে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হইলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসিতে পারে বলিয়া মনে করা হইতেছে। তবে বিষয়টি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে এবং এ নিয়া বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। সংসদের কার্যসূচিতে নতুন গতি আনিতে তিন দিনের একটি বিশেষ অধিবেশন শুরু হইয়াছে, যাহা মূলত বাজেট অধিবেশনের সম্প্রসারিত পর্ব। এই অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইন নিয়া আলোচনা শুরু হইয়াছে।বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সাংবিধানিক সংশোধনী এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত বিল পেশ করিয়াছেন। একই সঙ্গে অমিত শাহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত আইন সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্ভাব্য ভাষণ নিয়াও রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হইয়াছে। আশা করা হইতেছে, তিনি লোকসভায় বক্তব্য রাখিতে পারেন এবং নারী সংরক্ষণ ও ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত বিলের পক্ষে বিরোধীদের সমর্থন চাওয়ার চেষ্টা করিবেন।নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িতেছে। সংসদে এবং বিধানসভা ও বিধান পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ এবং সংসদীয় কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিল নিযয়া লোকসভায় বিতর্ক শুরু হইয়াছে। কংগ্রেসের তরফে অসমের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ বলেন, তাঁহারা চান লোকসভার বর্তমান আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখিয়া মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সিট সংরক্ষণ করা হোক। সেই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোন মানদণ্ডে সরকার লোকসভার আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশ বাড়াইতে চাইছে? তাঁহার অভিযোগ, মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আসলে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করিতে চাইছে। কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, বর্ধিত আসন সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। সরকারের তরফে সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু দাবি করেন, সর্বদলীয় বৈঠকে সরকার আসন সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়াছে। তবে বিরোধী দলগুলি এই প্রক্রিয়া নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে। তাহাদের অভিযোগ, তড়িঘড়ি করিয়া এই বিল আনা হইলে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি আশঙ্কা করিতেছে, অতীতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হওয়ার কারণে নতুন সীমানা নির্ধারণে তাহাদের লোকসভা আসন কমিয়া যাইতে পারে। ফলে এই ইস্যুতে রাজনৈতিক মতবিরোধ আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে ১০ মাস বয়সী শিশুর ক্লেফট লিপের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: সিপাহীজলা জেলার নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মোবাইল হেলথ টিমের উদ্যোগে ১০ মাস বয়সী এক শিশুর ঠোঁট কাটা (ক্লেফট লিপ) সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়। গত ৭ মে নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শিশুটির জন্ম হয়েছিল।

জন্মের পর এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ মিতবর পাল শিশুটির ক্লেফট লিপ শনাক্ত করে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের টিমকে অবহিত করেন। এরপর গত ৮ মে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মোবাইল হেলথ টিম শিশুটির বাড়িতে গিয়ে শিশুটির অভিভাবকদের শিশুটির উন্নত চিকিৎসার করার জন্য পরামর্শ দেন। তখন গত ১৭ জুলাই শিশুটিকে গোমতী জেলার ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টারে রেফার করা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ শিশুটির পরবর্তী চিকিৎসার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গত ২৩ মার্চ আগরতলার এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লকে আয়োজিত একটি ক্যাম্পে শিশুটির প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা শিশুটির অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। গত ২৪ মার্চ শিশুটিকে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং গত ২৫ মার্চ শিশুটির ক্লেফট লিপ অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলে পরদিন গত ২৬ মার্চ শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে, গত ২ এপ্রিল আগরতলাস্থিত ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে (আইএমএ) ফলো-আপ পরীক্ষায় দেখা যায় শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। এই কার্যক্রমে নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মোবাইল হেলথ টিমে ছিলেন ডাঃ তানিয়া দেববর্মা, ডাঃ গোবিন্দ দেববর্মা এবং এএনএম সুলেখা সিংহা। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিশুটির এই চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। শিশুটি সুস্থ হয়ে ওঠায় পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

স্বনির্ভর জ্বালানির নতুন দিশারী ইথানল

সুনীত রায়

তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে সারা বিশ্বে বিশাল হাহাকার। আজ থেকে মাত্র ২০০ বছর আগে মানুষ জানতে পারে জ্বালানি হিসেবে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে। আর আজ, আমরা এই মুহূর্তে জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারিনা। বিভিন্ন দেশে কি ঘটছে তা নিয়ে আমরা যতটা বিভ্রান্ত তার থেকে বেশি চিন্তার কারণ হল ঘরে ঘরে রান্নার জ্বালানি হিসেবে লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) অপর্যাপ্ততা। আমাদের দেশে তেল আর গ্যাসের যা চাহিদা তার মাত্র ১২ শতাংশ আমরা দেশে উৎপাদন করি আর বাকি ৮৮ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক আঞ্চলিক সংঘাতের কারণে হরমুজ প্রণালীর ভেতর দিয়ে এলপিজি পরিবহনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। আমদানীকৃত অপরিশোধিত তেল আর এলপিজির উপর নির্ভরতা কমাতে "ইথানল" একটা বিকল্প স্বনির্ভর জ্বালানি হিসেবে না থেকে এখন অপরিহার্যতায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বের এলপিজি ব্যবহারকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে তেলের মোট জাতীয় চাহিদা ৩৩-৩৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশে উৎপাদন হয় ১২.৮ থেকে ১৩.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বাকি চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় ২০.৫-২১.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বর্তমানে বিশেষ পরিস্থিতিতে সব জাতীয় শোধনাগারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন অন্যান্য গ্যাসের পরিবর্তে প্রোপেন আর বিউটেন যা এলপিজিতে ব্যবহার করা হয় তার উৎপাদন ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে। অপরিশোধিত তেলের আমদানি খরচ কমাতে তেলের সঙ্গে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের জন্য বলা হয়েছে। আমাদের দেশে এই মুহূর্তে ১৩৫০ কোটি লিটার ইথানল প্রয়োজন। জ্বালানিতে মিশ্রণের জন্য দরকার ১০১৬ কোটি লিটার। শিল্প আর ওষুধের জন্য প্রয়োজন ৩৩৪ কোটি লিটার। ২০০০ কোটি লিটার ইথানল উৎপাদন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। বর্তমানে ইথানল উৎপাদনের পরিমাণ ১৭৭০ কোটি লিটার। তার ফলে উদ্বৃত্ত ৩২০ কোটি লিটার ইথানল অন্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। বার্ষিক কৃষি উৎপাদন আর পাতন অর্থাৎ ডিস্টিলেশন সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই ইথানলের মজুদ ভান্ডারের হিসেব করা হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির মত মাটি খুঁড়ে ইথানল উৎপন্ন করা হয় না। আখ, ভুট্টা আর চালের গুঁড়ো থেকে ইথানল তৈরি করা হয়। তার ফলে ইথানলের উৎপাদন হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল নয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে ইথানল কেরোসিন, এলপিজির পরিপুরক হিসেবে আর যানবাহনের পেট্রল হিসেবেও ব্যবহার করা হয়- যা উৎপন্ন হয় সম্পূর্ণ কৃষিজ বর্জ্য পদার্থ থেকে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আখের উৎপাদন হয়েছে ৪৭৫.৬ বিলিয়ন মেট্রিক টন। চিনি তৈরি হওয়ার পর যে বর্জ্য পদার্থটি থাকে তার পরিমান হল ১১.১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ভুট্টা আর নিম্নমানের ভাঙ্গা চালের উৎপাদন যথাক্রমে ৩৮৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন আর ১২৪.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ভুট্টাজাত বর্জ্যের পরিমাণ ১০-১২ মিলিয়ন মেট্রিক টন আর চালের গুঁড়ো থেকে বর্জ্যের পরিমাণ হল ৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয় গণবন্ধন ব্যবস্থায় ভাঙা চালের অংশীদারিত্ব ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করেছে। তার ফলে চালের গুড়োর বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ আরও ৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন বেড়ে গেল। এই বিশাল পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ থেকে দেশেই তৈরি হচ্ছে ইথানল।

২০২৬ এর প্রেক্ষাপটে ইথানল উৎপাদন পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়েছে- এক্ষেত্রে বিভিন্ন কাঁচামালভিত্তিক বা মাল্টি-ফুডস্টক মডেল ব্যবহার করা হচ্ছে। এর অর্থ হল একই প্ল্যান্টে ঋতু বা মৌসুমভেদে ভিন্ন ভিন্ন কাঁচামাল ব্যবহার করে ইথানল উৎপাদন করা। প্রথমে ভুট্টা, ভাঙ্গাচাল বা আখের বর্জ্য পিষে একটা ম্যাশ বা রসে পরিণত করা হয়। এর সঙ্গে উৎসেচক যোগ করে একটা বিশেষ তাপমাত্রায় রাখা হয়। তারপরে এর মধ্যে থাকা শ্বেতসার বা স্টার্চ জটিল শর্করায় রূপান্তরিত হয়। এই শর্করার সঙ্গে ইস্ট যোগ করে গ্যাজানো বা ফার্মেন্টেশন করা হয়। তারপর পাতন অর্থাৎ ডিস্টিলেশন পদ্ধতিতে জল থেকে অ্যালকোহল বের করে এনে মলিকিউলার ছাকনির সাহায্যে অবশিষ্ট ০.৫ শতাংশ জল বের করা হয়। তার ফলে "এনহাইড্রাস" (৯৯.৬ শতাংশ বা তার বেশি বিশুদ্ধ) জ্বালানিগ্রেডের ইথানল তৈরি হয়। কেরোসিন হল গরিবের জ্বালানি আর ইথানল হল আধুনিক সবুজ জ্বালানি। কেরোসিনের তাপমান বা ক্যালোরোফিক ভ্যালু খুবই বেশি তা হল ৪৩-৪৬ মিলিজুল/কেজি। সেক্ষেত্রে ইথানলের তাপমান মাঝারি- তা হল ২৬-৩১ মিলিজুল/কেজি। কেরোসিনের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ দূষণ খুবই বেশি। কিন্তু ইথানলের ক্ষেত্রে দূষণের মাত্রা খুবই কম। শক্তির ব্যবধানে সমপরিমাণ তাপ পেতে কেরোসিনের পরিমাণ যতটা লাগে তার থেকে ১.৬ গুন বেশি লাগে ইথানল। যদিও আধুনিক ইথানল স্টোভ ৬০-৭০ শতাংশ কার্যকর সেক্ষেত্রে কেরোসিনের সলতেযুক্ত স্টোভ মাত্র ৩৫ থেকে ৪৫ শতাংশ কার্যকর। এভাবেই দুই জ্বালানির মধ্যে শক্তির ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব। ইথানল সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে, এক্ষেত্রে এলপিজির মত তাপ আর চাপ দিয়ে তরল করতে হয় না। সেজন্যে এলপিজির ক্ষেত্রে পুরু ভারি ইস্পাতের সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। ইথানল এর ক্ষেত্রে ১থেকে ৫ লিটারের উচ্চ ঘনত্বের প্লাস্টিকের বোতলে ব্যবহার করা যেতে পারে। ইথানলকে প্লাস্টিক পাউচে ঘন জেল আকারে বিক্রি করা হয়। এর ফলে হাত থেকে পড়ে গিয়ে ফেটে গেলেও জলের মতো গড়িয়ে যায় না বা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না। এক্ষেত্রে আগুনের ঝুঁকি থাকতে পারে কিন্তু বিস্ফোরণের কোনো ঝুঁকি নেই। পশ্চিমবঙ্গে ১৪.২ কেজি ভর্তুকিবিহীন একটা সিলিন্ডারের দাম হল ৯৩৯ টাকা। শক্তি ঘনত্বের ব্যবধানে ১ কেজি এলপিজি থেকে রান্নার জন্য যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় তা প্রায় ২ লিটার ইথানলের শক্তির সমান। সমতাবিন্দু হিসেবে ৯৩৯ টাকা মূল্যের একটা এলপিজি সিলিন্ডারের খরচের সঙ্গে সমতা বজায় রাখতে হলে শক্তির বিচারে "সমান" হওয়ার জন্যে ইথানলের দাম প্রতি লিটারে ৩৩ টাকা হওয়া দরকার। সেক্ষেত্রে ইথানল এর দাম ৭৫-৯০ টাকা। এই মুহূর্তে ইথানলের চাহিদা কম তাই উৎপাদনও কম। যখন সমস্ত যানবাহন ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পেট্রোলমিশ্রিত জ্বালানি হিসেবে কিংবা ১০০ শতাংশ জ্বালানি হিসেবে। ব্যবহার করবে, তখন চাহিদা আর উৎপাদন দুটোই বৃদ্ধি পাবে, তাতে ইথানলের বিক্রয়মূল্য অনেকটা কমে যাবে।

ইথানল ব্যবহারের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের ক্ষেত্রে ৫৫ হাজার কোটি টাকার বেশি সাশ্রয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে ইথানল উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যাপারে সরকার খুবই আগ্রহী। কয়েক বছর আগেও "চিনি বলয়" অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র যেখানে আখ চাষ হতো, সেখানে ইথানল প্লান্ট বসানোর পরিকল্পনা করা হত। বর্তমানে আখ ছাড়াও চালের গুঁড়ো, ভুট্টার দানা থেকেও ইথানল তৈরি সম্ভব। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে ইথানল প্ল্যান্ট বসানোর কথা চিন্তা করা হচ্ছে। "পশ্চিমবঙ্গ ইথানল উৎপাদন ও প্রচার নীতি-২০২১", প্রকল্পে রাজ্য সরকার নিজেকে একটা "স্বয়ংসম্পূর্ণ" কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের হাতে থাকা বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত ভাঙ্গা চাল ব্যবহার করে ইথানল প্রস্তুত সম্ভব। একটা ইথানল প্লান্ট থেকে কী পরিমাণ লাভ হয় তার একটা সাধারণ হিসেব দেওয়া হল। দৈনিক ৬০ কিলোলিটার ইথানল প্রস্তুতকারী প্ল্যান্ট থেকে বছরে মোট উৎপন্ন ইথানলের সঙ্গে বিদেশ থেকে আমদানি করা অপরিশুদ্ধ তেলের সঙ্গে তুলনা করা হলে দেখা যায়, বাৎসরিক ১৪৫.৫ কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয়। এই ধরনের প্ল্যান্ট বসাতে সময় লাগে ১৫ থেকে ১৮ মাস আর আনুমানিক ব্যয় হবে ১২০-১৫০ কোটি টাকা। মোট প্রকল্পের ৯৫ শতাংশ অর্থায়ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। তাছাড়া সরকার এর পাশাপাশি ব্যাঙ্কের সুদের উপর বিশেষ ভর্তুকি দেবে। তার ফলে প্রথম পাঁচ বছরের জন্যে ঋণের সুদের হার কার্য্যত অর্ধেক হয়ে যাবে। ইথানল পরিবহন বেশ ব্যয়বহুল আর কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণে সরকার কৌশলগতভাবে চাষাবাদ যেখানে হচ্ছে তার কাছাকাছি প্লান্ট বসানোর ব্যাপারে আগ্রহী। এর মূল উদ্দেশ্য হল, খাবার থেকে জ্বালানি পর্যন্ত পরিবহনের দূরত্ব আর খরচ কমিয়ে আনা।

ইথানলের ব্যবহার সারা বিশ্বে ক্রমশই বাড়ছে। আমেরিকাতে প্রায় সমস্ত পেট্রোল বা গ্যাসোলিনে ১৫ শতাংশ ইথানল ব্যবহার করা হয়। ব্রাজিলে অধিকাংশ গাড়ি ফ্লেক্স ফুয়েল প্রযুক্তিতে চালানো হয়। ১০০ শতাংশ ইথানল অথবা পেট্রোলের সাথে ২০ শতাংশ ইথানলের মিশ্রন, বেশির ভাগ গাড়িতে ব্যবহার করা হয়। চিনে শিল্প ও পরিবহন ক্ষেত্রে পেট্রলের সঙ্গে ১০ শতাংশ ইথানলের মিশ্রণ সর্বত্র খুবই প্রচলিত। ইথানল এখন কেবল গাড়ি বা রান্নাঘরের জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা নয়, জেট বিমানের জ্বালানীতে ইথানল মিশ্রণ করে চালানো শুরু হয়েছে। প্রথাগত পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক জ্বালানীর তুলনায় ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার করে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানির সংকটে একমাত্র সমাধান হল ইথানল, যা সম্পূর্ণ বর্জ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি। এতদিন এসব দিকে খুব একটা তাকানো হয়নি কারণ প্রয়োজন পড়েনি। তাই বলতে হয়, জীবনে সমস্যা অনিবার্য্য। আর সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকাটার অর্থই হল জীবন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আমরা কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছি, নাকি অমূলক ভয়?

আহমেন খাজা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে। অনেকেই এখন চিন্তা করছেন, মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত কি আরো বড় আকার ধারণ করে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে? এই যুদ্ধ শুধু ইরানেই সীমাবদ্ধ নেই, এতে অন্তত আরো বহু দেশ প্রভাবিত হয়েছে, যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, বাহরাইন, কুয়েত, সৌদি আরব, ওমান, আজারবাইজান, অধিকৃত পশ্চিম তীর, সাইপ্রাস, সিরিয়া, কাতার এবং লেবানন। অনেকেই এখন প্রশ্ন তুলছেন, এই আঞ্চলিক সংঘাত কি পুরোদমে বিশ্ব যুদ্ধে রূপ নিতে পারে? একটি যুদ্ধ কখন বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ইতিহাসের এমেরিটাস অধ্যাপক মার্গারেট ম্যাকমিলান, বিবিসির 'গ্লোবাল স্টোরি' পডকাস্টে বলেছেন, 'মানুষ সাধারণত মনে করে যুদ্ধ খুব পরিকল্পনা করে শুরু করা হয়, আর যারা যুদ্ধে যায় তারা জানে তারা কী করতে যাচ্ছে।' কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'আসলে, অতীতের যুদ্ধগুলো দেখলে বোঝা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে অনেকটাই ছিল দুর্ঘটনা আর প্রতিপক্ষের সাথে ভুল বোঝাবুঝি। একে অনেকটা স্কুলের মাঠের ঝগড়ার মতো ভাবা যেতে পারে।' অর্থাৎ, যেখানে ছোট ছোট ভুল বোঝাবুঝি বড় সংঘাতে রূপ নিতে পারে।

ম্যাকমিলান বলেন, ১৯১৪ সালে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্রাট ফ্রানৎস যোসেফের ভাতিজা আর্চডিউক ফ্রানৎস ফার্দিনান্দকে হত্যার ঘটনাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। এরপর খুব দ্রুত জোটবদ্ধ দেশগুলো একে অপরের পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি একসাথে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন দেয়, আর রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে সেনা মোতায়েন করে, ফ্রান্স রাশিয়াকে সমর্থন করে, আর ব্রিটেন সম্মান ও কৌশলগত কারণে যুদ্ধে যোগ দেয়। এরপর যা ঘটে, তা এক ভয়াবহ বৈশ্বিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়। লন্ডনের কিংস কলেজের আন্তর্জাতিক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জো মাইওলো বিশ্বযুদ্ধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'বিশ্বযুদ্ধ হলো এমন একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ, যেখানে সব বড় শক্তিগুলো জড়িয়ে পড়ে।'

তিনি বিবিসিকে বলেন, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মূলত ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো জড়িত ছিল। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং চীন।' অনেকেই মনে করেন, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা মূলত আঞ্চলিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই সংঘাত কি আরো বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে?

ফেব্রুয়ারিতে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, তার মতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইতোমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। আর একে থামানোর উপায় হলো রাশিয়ার ওপর কঠোর সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা।

তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস, পুতিন ইতোমধ্যেই এটি শুরু করেছেন। প্রশ্ন হলো, তিনি কতটা এলাকা দখল করতে পারবেন এবং তাকে কীভাবে থামানো যাবে রাশিয়া বিশ্বে একটি ভিন্ন জীবনধারা চাপিয়ে দিতে চায় এবং মানুষ যে জীবন বেছে নিয়েছে তা পরিবর্তন করতে চায়।' ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের ভাষণে যেসব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি২ এপ্রিল ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে ইরানের খারগ দ্বীপ দখল করার চেষ্টা করতে পারে? ৩১ মার্চ ২০২৬ ইরান যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে ডোনাল্ড ট্রাম্প একসঙ্গে দুটি পথ খোলা রাখছেন?২৭ মার্চ ২০২৬ তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি এখন কতটা? মার্গারেট ম্যাকমিলান বলেন, 'আমার মনে হয়, যে দেশটি এই সংঘাতকে আরো বড় করে তুলতে পারে, সেটি সম্ভবত ইরান, অথবা ইরানের মিত্ররা যেমন ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী।' তিনি ব্যাখ্যা করেন, ইরান যদি জাহাজ চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ রুটে হামলা চালায় বা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়, তাহলে বৈশ্বিকভাবে এর প্রভাব পড়বে। এতে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে এবং বড় শক্তিগুলো এতে জড়িয়ে পড়তে পারে। তিনি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সম্পৃক্ততা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। অনেক দেশ সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও তারা অর্থনৈতিক ও কৌশলগতভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আরেকটি ঝুঁকির কথাও তিনি বলেন, এক অঞ্চলের সংঘাত অন্য জায়গায় নতুন করে সংঘাতের সুযোগ তৈরি করে দেয়। উদাহরণ হিসেবে, চীন ভাবতে পারে যে পশ্চিমা দেশগুলো যেহেতু অন্যদিকে ব্যস্ত, তাই এটা তাদের জন্য তাইওয়ান নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ। আবার বিশ্বের মনোযোগ অন্যদিকে থাকলে রাশিয়াও ইউক্রেনে তাদের তৎপরতা বাড়াতে পারে। ম্যাকমিলান বলেন, 'সংঘাত একটি অঞ্চল ছাড়িয়ে আরেকটি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সবসময়ই থাকে। কারণ এতে এমন দেশগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যারা তাদের বাধা দিতে পারত। এজন্য বাইরের দেশগুলো এর সুযোগ খুঁজে নিতে পারে।'

তবে অধ্যাপক মাইওলো মনে করেন, এই সংঘাত আঞ্চলিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকবে। এতে সৌদি আরবসহ গালফ কো- অপারেশন কাউন্সিলের দেশগুলো জড়াতে পারে, কিন্তু তার মনে হয় না যে চীন বা রাশিয়া সরাসরি যুদ্ধে নামবে। তিনি বলেন, 'বিশ্বের কোথাও কিছু হলেই চীন তাইওয়ানে হামলা করবে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

তিনি আরো বলেন, 'যদি আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলি, তাহলে আমার মনে হয় না চীন বা রাশিয়া সরাসরি এতে জড়াতে চাইবে, আর ইউরোপের এতে জড়ানোর সম্ভাবনা আরো কম।' চীনের কৌশল নিয়ে তিনি বলেন, 'আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি বড় কোনো কৌশলগত ভুল করে, তাহলে তাকে সেটি চালিয়ে যেতে দিন।' তেলের দাম ওঠানামা হলেও, চীনের কি কূটনৈতিকভাবে না জড়ানোই বেশি লাভজনক হবে? মাইওলো মনে করেন, চীনের জন্য এটা বড় কোনো সমস্যা নয়। যুক্তরাষ্ট্র যদি মধ্যপ্রাচ্যে ব্যস্ত থাকে, সেটা চীনের জন্য তেলের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করে দেবে।

নেতাদের ভূমিকা--- মার্গারেট ম্যাকমিলান বলেন, ইতিহাসে দেখা যায়, যুদ্ধ অনেক সময় অহংকার, সম্মানের অনুভূতি থেকে বা প্রতিপক্ষকে ভয় পাওয়ার কারণে শুরু হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইতিহাস আমাদের এটাও দেখিয়েছে যে একজন নেতা কখনো কখনো পুরো ঘটনাপ্রবাহকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লেমঁসো বলেছিলেন, 'যুদ্ধ করার চেয়ে শান্তি স্থাপন করা আরো কঠিন।' ম্যাকমিলান বলেন, যখন যুদ্ধে অনেক মানুষ মারা যায় বা বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তখন নেতারা ভাবেন, 'এত কিছু হারানোর পর এখন যুদ্ধে জিততেই হবে', তাই তারা যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি বলেন, অহংকারও বড় ভূমিকা রাখে। এ ক্ষেত্রে তিনি ভ্লাদিমির পুতিনের উদাহরণ টেনে বলেন, 'ইউক্রেনে আক্রমণ করে তিনি স্পষ্টতই বড় ভুল করেছেন।'

চার বছর আগে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ শুরুর পর পুতিন বলেছিলেন তার লক্ষ্য ইউক্রেনকে 'সামরিক শক্তিহীন' এবং 'নাৎসিমুক্ত' করা। কিন্তু রাশিয়া এখনো বলছে তাদের সামরিক লক্ষ্য পূরণ হয়নি। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, রাশিয়ার মোট হতাহতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২ লাখ, ধারণা করা হয় প্রকৃত হতাহতের সংখ্যা এর চাইতেও বেশি। এই সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মোট হতাহতের সংখ্যার চেয়েও বেশি বলে যুক্তরাজ্যের এক মন্ত্রী জানিয়েছেন। ম্যাকমিলান বলেন, যেসব নেতা নিজেদের ভুল স্বীকার করতে চান না বা পিছিয়ে আসতে চান না, তারা যুদ্ধকে দীর্ঘ ও আরো ভয়াবহ করে তুলতে পারেন। তিনি অতীতের উদাহরণ হিসেবে এডল্ফ হিটলারের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, যিনি পরাজয় নি ভুল বিশ্বাসের কারণে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত ছোট সংঘাতকেও বড় ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে রূপ দিতে পারে। সংঘাত কমানোর পথ--- ম্যাকমিলান বলেন, উত্তেজনা কমাতে কূটনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 'আপনার প্রতিপক্ষকে বুঝতে হবে যে তারা কী চায় এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে, কথা বলতে হবে।' তিনি বলেন, স্নায়ুযুদ্ধের শেষ দিকে এবং নেটোয় যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ বেড়ে যায়। 'অনেক উদাহরণ আছে যেখানে মানুষ বলেছে- একটু থামো, বিষয়টা পাগলামির দিকে যাচ্ছে। তারা বুঝেছিল পরিস্থিতি খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, তাই উত্তেজনা কমাতে হবে।' বড় শক্তিধর দেশগুলো জড়িত থাকলে, পারমাণবিক অস্ত্র থাকার বিষয়টি সবসময় শান্তি প্রতিষ্ঠা বা উত্তেজনা কমানোর পরিকল্পনায় গুরুত্ব পায়।

অধ্যাপক মাইওলোও একমত প্রকাশ করে বলেন, 'তেল আভিভ, ওয়াশিংটন এবং তেহরান, তাদের বুঝতে হবে যে তারা যেটুকু অর্জন করতে পারবে তারা সেটার সীমায় প্রায় পৌঁছে গেছে।' তিনি বলেন, আরো যুদ্ধ করে কোনো পক্ষই কাঙ্ক্ষিত ফল পাবে না। 'কিছু না কিছু সমঝোতা লাগবে। যেমন- নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা, এবং বৈশ্বিক রাজনীতিতে ইরানের অবস্থান নিয়ে বোঝাপড়া করা।' মাইওলো বলেন, কেবল মধ্যস্থতার মাধ্যমেই এই শক্তিগুলো যুদ্ধবিরতিতে আসতে পারে এবং পরে সেটাকে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে রূপ দিতে পারে। এই লেখাটি আংশিকভাবে দ্য গ্লোবাল স্টোরি পডকাস্টের একটি এপিসোডের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন আলেকজান্দ্রা ফুশে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মণিপুরে ৫ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের মেয়াদ বাড়ল ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত

ইম্ফল, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় মণিপুর সরকার আরও দু'দিনের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট ও ডাটা পরিষেবা বন্ধের মেয়াদ বাড়াল। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ভুয়ো খবর ও গুজব ছড়িয়ে পড়া রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার রোধ করাই এর মূল লক্ষ্য।

গত ৭ এপ্রিল বিষ্ণুপুর জেলায় ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের পর প্রথমে তিন দিনের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিদের ওই হামলায় দুই শিশুর মৃত্যু হয় এবং তাঁদের মা গুরুতর জখম হন। এরপর পরিস্থিতি বিবেচনা করে ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে।

বর্তমানে ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব, থৌবল, কাকচিং এবং বিষ্ণুপুরএই পাঁচটি জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট, ব্রডব্যান্ড ও ভিপিএন পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের কমিশনার-কাম-সচিব এন অশোক কুমার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মোবাইল ডাটা ব্যবহারের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনও পর্যাপ্ত নয়, তাই এই পদক্ষেপ জরুরি।

বিজ্ঞপ্তিতে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ভুয়ো খবর, গুজব বা বাল্ক এসএমএস ছড়িয়ে পড়লে তা জনসমাবেশ ও হিংসাত্মক ঘটনার জন্ম দিতে পারে, যার ফলে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

এদিকে, পৃথক নির্দেশিকায় সংশ্লিষ্ট পাঁচ জেলার জেলাশাসকরা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস), ২০২৩-এর ১৬৩ ধারায় জারি করা কারফিউ কিছুটা শিথিল করেছেন। প্রতিদিন সকাল ৫টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জরুরি কাজের জন্য বাইরে বেরোনোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে বিষ্ণুপুর জেলায় এই সময়সীমা সকাল ৫টা থেকে ১০টা পর্যন্ত।

কারফিউ শিথিল থাকাকালীন কোনও ধরনের অস্ত্র বহন করা যাবে নালাঠি, পাথর, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনও আক্রমণাত্মক বস্তু বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এই সময়ে দোকানপাট খোলারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৭ এপ্রিলের বিস্ফোরণের পর থেকে ইম্ফল উপত্যকার বিভিন্ন জেলায় প্রতিদিনই প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে। বহু মহিলা ও সমাজকর্মী এতে অংশ নিচ্ছেন এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলছেন।

ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

এলডিসি তালিকা ছাড়ার পথে নেপাল, জোরদার হবে ভারত-নেপাল জ্বালানি ও পরিকাঠামো অংশীদারিত্ব

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বেরিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে নেপাল। এই প্রেক্ষিতে দেশটির উন্নয়নে ভারতের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

নেপাল-এর সঙ্গে ভারতের সংযোগমূলক প্রকল্পগুলির সমাপ্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ বাণিজ্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য নেপাল উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো এবং রফতানি বৃদ্ধি করার উপর জোর দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় ভারত-র সঙ্গে জ্বালানি ও পরিকাঠামো সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দুই দেশের বিশেষ সম্পর্ক ঐতিহ্যগত পরিকাঠামো থেকে সরে এসে 'হাই-টেক' ও 'হাই কানেক্টিভিটি' মডেলের দিকে এগিয়েছে, যেখানে ডিজিটাল সংযোগ ও জ্বালানি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ২৫ বছরের বিদ্যুৎ বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী, আগামী এক দশকে নেপাল ভারতকে ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রফতানি করবে। এই লক্ষ্যে উভয় দেশই ১৩২/৩৩ কেভি লাইনকে ৪০০ কেভি-তে উন্নীত করছে।

এছাড়া, ক্ষখদ্রস্থথত্মত্রন্তএ বিদ্যুৎ রফতানির ক্ষেত্রেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ২০২৪ সালের অক্টোবরের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে প্রথমে ৪০ মেগাওয়াট এবং পরে ২০২৫ সালের শেষে তা ৬০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে।

প্রতিবেদন বলছে, ভারতের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে নেপাল-বাংলাদেশের মধ্যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ এবং নেপালের জলবিদ্যুৎ লক্ষ্যে সহায়ক হবে।

এছাড়া জাপান ও ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সহযোগিতা নেপালে বিনিয়োগ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে প্রতিবেদনে কিছু চ্যালেঞ্জের কথাও বলা হয়েছেযেমন নিয়ন্ত্রক জটিলতা, অর্থায়নের ঘাটতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব।

ড ৗ দাহব. ণস্বব. ৭ প, আনরমণি-শিলিগুড়ি আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ লাইন প্রকল্পটি হেতৌড়া-ইনারুয়া-আনরমণি লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার উপর নির্ভরশীল, যা জমি অধিগ্রহণ, বন অনুমোদন এবং প্রশাসনিক জটিলতায় বিলম্বিত হচ্ছে।

এছাড়া, নেপালের প্রায় ৫,০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ভারতীয় সংস্থাগুলির অংশীদারিত্ব থাকলেও, প্রকল্প রিপোর্ট নিয়ে চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে।

ভূমিকম্পের ঝুঁকি, বনভূমি ক্ষতি, ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্থানীয় মানুষের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত অসন্তোষএসব কারণেও প্রকল্পগুলি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।

আমেদাবাদে ফ্ল্যাট থেকে মাদক ও মদ উদ্ধার গ্রেফতার ১; মোট মূল্য প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা

আমেদাবাদ, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): গুজরাটের আমেদাবাদে একটি আবাসিক ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক ও মদ উদ্ধার করল সিআইডি ক্রাইম ও রেলওয়ের অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স (এএনটিএফ)। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে পুলিশ।

নির্দিষ্ট গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বোপাল এলাকার আরোহি ভিভিয়ানা অ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাটে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অভিযুক্তের কাছ থেকে একাধিক ধরনের মাদক উদ্ধার হয়, যা পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত রাখা হয়েছিল বলে সন্দেহ পুলিশের।

তল্লাশিতে ১০২.৫৯ গ্রাম মেথামফেটামিন, ৪৬.৬৪ গ্রাম হাইব্রিড গাঁজা এবং ৮.৮৮ গ্রাম কোকেন উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া ছয় বোতল বিদেশি মদ, ২৪টি বিয়ার ক্যান এবং চারটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মোট মূল্য প্রায় ১৮.০১ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম নিশান্ত সোলাঙ্কি (৪২)। তিনি ওই আবাসনের বাসিন্দা এবং মূলত রাজকোটের বাসিন্দা।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, এই মামলায় আরও চারজনরিক, স্যান্ড্রা, ঘোস্ট ও অজয় প্যাটেলনাম জড়িয়েছে, যারা বর্তমানে পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

ঘটনায় নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইন, ১৯৮৫ এবং প্রোহিবিশন আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তদন্তভার আমেদাবাদ রুরাল এলাকার বোপাল থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এখন মাদকের উৎস এবং এর সঙ্গে জড়িত বৃহত্তর চক্রের সন্ধান করছে।

উল্লেখ্য, গুজরাটে মাদক ও বেআইনি মদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর অভিযান চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি গান্ধীনগরের গিফট সিটি এলাকায় একটি ফ্ল্যাট থেকে প্রায় ০.৭ কেজি হাইব্রিড গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছিল, যার বাজারমূল্য ছিল ২৬ লক্ষ টাকারও বেশি।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, আমেদাবাদে এখন পর্যন্ত ১০.৭১ কোটি টাকার বিদেশি মদ এবং ৩.৮৭ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার হয়েছে। সুরাটে উদ্ধার হয়েছে ৬.৬৩ কোটি টাকার মদ ও ১৩.২৯ কোটি টাকার মাদক।

এই ধরনের অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ২৪,৭৯৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যদিও এখনও ৩১৬ জন অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে।

ভোটের আগে বড়সড় আমলাতান্ত্রিক রদবদলে হস্তক্ষেপে অনীহা সুপ্রিম কোর্টের, বলল 'এটা সাধারণ প্রক্রিয়া'

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে হওয়া বড়সড় আমলাতান্ত্রিক রদবদল নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, ভোটের আগে এই ধরনের বদলি "সাধারণ প্রথা" এবং এর আগে বহু রাজ্যেই এমন হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই বিষয়ে দায়ের হওয়া আবেদন খারিজ করে দেয়। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা আইনসম্মত নয়।

তবে আদালত জানায়, এই ধরনের বদলি নজিরবিহীন নয় এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে "বহিরাগত পর্যবেক্ষক থাকা আদর্শ"।

আবেদনকারী পক্ষ দাবি করে, প্রথমবারের মতো রাজ্যের মুখ্যসচিবকেও রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়াই বদলি করা হয়েছে, যা আইনি কাঠামোর পরিপন্থী। যদিও এই যুক্তিতে "কিছুটা ভিত্তি" রয়েছে বলে মন্তব্য করে শীর্ষ আদালত, তবুও আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি।

আদালত স্পষ্ট করে দেয়, এই আইনি প্রশ্ন ভবিষ্যতে অন্য কোনও উপযুক্ত মামলায় খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, কলকাতা হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এই আবেদন করা হয়েছিল। হাই কোর্ট আগে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে জানিয়েছিল, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আধিকারিকদের বদলির ক্ষমতা কমিশনের রয়েছে।

৩১ মার্চের রায়ে হাই কোর্ট বলেছিল, আবেদনকারী নিজেই স্বীকার করেছেন যে নির্বাচন কমিশনের এই ক্ষমতা আছে। ফলে আদালত এ বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধানে যেতে আগ্রহী নয়।

হাই কোর্ট আরও জানায়, একাধিক আধিকারিককে বদলি করা হলেও প্রশাসনে কোনও অচলাবস্থা তৈরি হয়নি এবং এই ধরনের পদক্ষেপকে ইচ্ছাকৃত বা পক্ষপাতদুষ্ট বলা যায় না, কারণ দেশের অন্যান্য রাজ্যেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, মার্চ মাসে নির্বাচনী আচরণবিধি জারি হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যসচিব, ডিজিপি, স্বরাষ্ট্রসচিবসহ একাধিক জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে বদলির নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী অভিযোগ করেছিলেন, কমিশন একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের ক্ষমতাকে খর্ব করেছে।

মণিপুরে যৌথ অভিযানে ১০টি অবৈধ বাঙ্কার ধ্বংস করল সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী

ইম্ফল, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): মণিপুরে জালেনবুং হিলস ও থোয়িয়ে হাইটস এলাকায় যৌথ অভিযানে ১০টি অবৈধ বাঙ্কার ও ফায়ারিং পজিশন ধ্বংস করল ভারতীয় সেনা ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী।

প্রতিরক্ষা মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দ্র রাওয়াত জানান, ইম্ফল-ডিমাপুর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-২) সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে সেনার রেড শিল্ড ডিভিশনের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। লক্ষ্য ছিল এলাকায় শান্তি বজায় রাখা এবং পুনরায় সশস্ত্র ঘাঁটি গড়ে ওঠা রুখে দেওয়া।

তিনি জানান, এই অভিযানে ভারতীয় সেনা, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং মণিপুর পুলিশের সদস্যদের নিয়ে দুটি যৌথ দল গঠন করা হয়। তারা জাতীয় সড়কের দু'পাশে সমন্বিতভাবে তল্লাশি চালায়।

জালেনবুং হিলস এলাকায় তল্লাশির সময় আগে ভেঙে দেওয়া হলেও পুনর্গঠিত পাঁচটি বাঙ্কার চিহ্নিত করে ধ্বংস করা হয়। একইভাবে থোয়িয়ে হাইটস ও মহাদেব পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় আরও পাঁচটি বাঙ্কার ভেঙে দেওয়া হয়।

মোট ১০টি অবৈধ বাঙ্কার ধ্বংস করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন মহেন্দ্র রাওয়াত। তিনি বলেন, এই অভিযান প্রমাণ করে নিরাপত্তা বাহিনী শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং শত্রুতাপূর্ণ কাঠামো পুনর্গঠন রুখতে বদ্ধপরিকর।

এদিকে, মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে যে রাজ্যের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় তল্লাশি ও এলাকা নিয়ন্ত্রণের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৩৭) দিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রীবাহী ১১৬টি গাড়ির নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সংবেদনশীল রুটে নিরাপত্তা কনভয় চালানো হচ্ছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, পাহাড় ও উপত্যকা অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় মোট ১১৩টি চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। কারফিউ ভঙ্গের অভিযোগে ৪৫ জনকে আটক করা হয়েছে।

অন্যদিকে, থৌবল জেলায় ১৩ এপ্রিল গ্রেফতার হওয়া কাকচিং সিডিও-র সঙ্গে যুক্ত হাবিলদার এলাংবাম সুরজিত সিং, যাঁর বিরুদ্ধে কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে, তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে, বাহিনীর শৃঙ্খলা ও সততা বজায় রাখতে কোনও রকম অসদাচরণ বরদাস্ত করা হবে না এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কর্ণাটকে কংগ্রেসের পদক্ষেপে ক্ষোভ পক্ষপাতের অভিযোগ মুসলিম নেতাদের

বেঙ্গালুরু, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): উপনির্বাচনে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কংগ্রেসের দুই এমএলসি আব্দুল জব্বার ও নাসির আহমেদ-এর বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপ ঘিরে কর্ণাটকের মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাঁরা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছেন।

দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নাসির আহমেদ-কে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আব্দুল জব্বার-কে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর আগে তাঁকে সংখ্যালঘু সেলের সভাপতির পদ থেকেও ইস্তফা দিতে বলা হয়েছিল।

পাশাপাশি, ওয়াকফ ও আবাসনমন্ত্রী জমির আহমেদ খান-এর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে জোর জল্পনা চলছে।

বেঙ্গালুরু প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে হাজ কমিটির সদস্য ও ধর্মীয় নেতা মোহাম্মদ ইফতিখার কাসিম অভিযোগ করেন, কংগ্রেস শুধুমাত্র মুসলিম নেতাদেরই টার্গেট করছে। "কেন শুধু মুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?" প্রশ্ন তোলেন তিনি।

তিনি দাবি করেন, এই ঘটনায় মুসলিম সমাজে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। "একটি উপনির্বাচন ও একটি পরিবারের জন্য কংগ্রেস গোটা মুসলিম সমাজকে নিজেদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে," বলেন তিনি।

আরেক ধর্মীয় নেতা জুলফিকার আলী অভিযোগ করেন, কর্ণাটক কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা তাঁদের টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রাখেননি।

তিনি জানান, দাভানাগেরে ও বাগালকোটে কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করার পরই ভোট শেষ হতেই তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "এই আচরণের জন্য কংগ্রেসকে শিক্ষা দেওয়া হবে। আহিন্দা সম্প্রদায় একজোট হলে কংগ্রেস বা অন্য কেউ রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকতে পারবে না।"এই ঘটনায় কর্ণাটক কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আরও প্রকাশ্যে এসেছে বলে রাজনৈতিক মহলের মতে।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'অপরাধের রাজধানী' থেকে 'সংস্কৃতির রাজধানী' হবে বাংলা: যোগী আদিত্যনাথ

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ 'জাতীয় অপরাধের রাজধানী' থেকে 'জাতীয় সংস্কৃতির রাজধানী'তে রূপান্তরিত হবে বলে দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

বীরভূম জেলার বোলপুরে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস, বামফ্রন্ট বা কংগ্রেসকোনও দলই বিজেপির 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

তিনি দাবি করেন, শুধুমাত্র বিজেপি সরকারই রাজ্য থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বের করে দিতে পারবে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

রাজ্যের কৃষকদের অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে তৃণমূলের শাসনে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কৃষি উৎপাদন কমেছে এবং কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এর বিপরীতে উত্তরপ্রদেশে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে দাবি করেন যোগী আদিত্যনাথ।তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে 'তুষ্টিকরণ রাজনীতি'র অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, প্রতিবেশী বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনায় তৃণমূল, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস নীরব থেকেছে, যেখানে বিজেপি এই বিষয়গুলি নিয়ে সরব হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হবে এবং ইতিমধ্যেই যারা ঢুকেছে তাদের শনাক্ত করে বহিষ্কার করা হবে।"এই অনুপ্রবেশকারীরা শুধু আপনার জমিই দখল করছে না, আপনার অধিকারও কেড়ে নিচ্ছে। তৃণমূল তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রের টাকা বাংলার মানুষের জন্য খরচ হবে, অনুপ্রবেশকারীদের জন্য নয়," বলেন তিনি।

২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে ইভিএম ভিভিপ্যাট কমিশনিং শুরু করল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ও ভিভিপ্যাট-এর কমিশনিং প্রক্রিয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।

নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানান, প্রার্থীদের বা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এবং জোরেল অবজারভারদের তত্ত্বাবধানে এই কমিশনিং প্রক্রিয়া চলছে।

আগামী ২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ুর ২৩৪টি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফায় ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। একই দিনে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কয়েকটি কেন্দ্রে উপনির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে।

কমিশনিংয়ের পর নির্বাচিত ৫ শতাংশ ইভিএম-এ ১,০০০ ভোটের মক পোল করা হবে। প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধিরা নিজেরাই এই মক পোল পরিচালনা করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।

কমিশনিংয়ের আগে ইভিএমগুলি 'ইভিএম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (ইএমএস)-এর মাধ্যমে দুই ধাপে র‍্যান্ডমাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রথম ধাপে জেলা স্তরের গুদাম থেকে বিধানসভা কেন্দ্রে এবং দ্বিতীয় ধাপে বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে ইভিএম বরাদ্দ করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তামিলনাড়ুতে মোট ৭৫,০৬৪টি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফায় ৪৪,৩৭৮টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এপ্রিল।ইসিআই জানিয়েছে, প্রথম র‍্যান্ডমাইজেশন জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের (ডিইও) মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় র‍্যান্ডমাইজেশন রিটার্নিং অফিসারদের মাধ্যমে প্রার্থী ও তাঁদের এজেন্টদের উপস্থিতিতে করা হয়েছে।এছাড়া, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য র‍্যান্ডমাইজ করা ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের তালিকা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এবং এগুলি নির্দিষ্ট স্ট্রং রুমে সংরক্ষণ করা হয়েছে।নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে ডিলিমিটেশন জুড়ে বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিলের সঙ্গে ডিলিমিটেশন যুক্ত করা নিয়ে কেন্দ্র ও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তাঁর দাবি, এটি বাংলাকে আবার বিভক্ত করার একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত।

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙায় এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জী বলেন, "মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে ডিলিমিটেশন কেন জুড়তে হল? এটা বাংলাকে ভাগ করার আরেকটা চক্রান্ত। ভবিষ্যতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং এনআরসি চালুর পথও তৈরি করা হচ্ছে।"

তিনি পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কেও কটাক্ষ করেন। সম্প্রতি তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বহিষ্কারের কথা বলেছিলেন।

এর প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেউ স্বীকার করেছেন যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন করা হয়েছিল ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য। ভোটের পর যারা মানুষকে রাজ্য থেকে তাড়ানোর কথা বলছে, তাদেরই ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে।"

রাজ্যে ভোটের আগে কোচবিহারে হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "প্রতিবার নির্বাচনের আগে এই ধরনের হিংসা হয়। এখন হয়তো আইনশৃঙ্খলার উপর আমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু ভোটের পর তা ফিরে পাব।"

একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জনসমর্থন ও সাংগঠনিক শক্তির ঘাটতি রয়েছে, তাই তারা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করছে।

"বিজেপির এত কর্মী নেই যে সব বুথে লোক বসাবে। তাই তারা কেন্দ্রীয় সংস্থার লোক বসাতে চাইছে। বিপুল অর্থ নিয়ে এসেছে,"অভিযোগ করেন মমতা ব্যানার্জী।

রাজ্যসভা উপ-সভাপতি নির্বাচনে বিরোধীদের বয়কটের সিদ্ধান্ত: জয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): আগামী ১৭ এপ্রিল নির্ধারিত রাজ্যসভার উপ-সভাপতি নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি অংশ নেবে না বলে জানিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ পোস্ট করে তিনি এই সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

রমেশ বলেন, প্রথমত, নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গত ৭ বছর ধরে লোকসভায় উপ-স্পিকার নিয়োগ করেনি, যা অতীতে কখনও ঘটেনি।

দ্বিতীয়ত, তিনি উল্লেখ করেন যে রাজ্যসভায় উপ-সভাপতির সমতুল্য পদ হল ডেপুটি চেয়ারম্যান। বর্তমান প্রার্থী হরিবংশ-এর দ্বিতীয় মেয়াদ ৯ এপ্রিল শেষ হয়েছে। পরদিনই তাঁকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য হিসেবে রাজ্যসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তিনি এনডিএ-র প্রার্থী হিসেবে তৃতীয় মেয়াদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রমেশের দাবি, রাষ্ট্রপতি মনোনীত কোনও সদস্যকে আগে কখনও এই পদে বিবেচনা করা হয়নি।

তৃতীয়ত, এই পুরো প্রক্রিয়ায় বিরোধীদের সঙ্গে কোনও অর্থবহ আলোচনা হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

"এই তিনটি কারণেই, প্রতিবাদের নিদর্শন হিসেবেতবে ব্যক্তিগতভাবে হরিবংশ-এর প্রতি কোনও অসম্মান না দেখিয়েবিরোধীরা ১৭ এপ্রিলের নির্বাচনে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে," বলেন রমেশ।তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে এবং হরিবংশ তাঁর সম্ভাব্য নতুন মেয়াদে বিরোধীদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেবেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যসভার উপ-সভাপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৭ এপ্রিল। ৬৯ বছর বয়সী হরিবংশ ঝাড়খণ্ডের রাঁচির বাসিন্দা এবং ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যসভার সদস্য। ২০১৮ সালে প্রথমবার তিনি এই পদে নির্বাচিত হন এবং পরে ২০২০ সালেও পুনর্নির্বাচিত হন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিকেলের জলখাবারে চাই নতুন চমক ‘চপলি কবাব’

কিন্তু “চপলি কবাব” তার থেকে একেবারেই আলাদা। এটি আকারে বড়, পাতলা এবং বাইরে থেকে অত্যন্ত মুচমুচে হলেও ভেতর থেকে থাকে বেশ রসালো বা জুসি। রেস্তোরাঁ স্বাদ এখন আপনি আপনার নিজের রান্নাঘরেই তৈরি করতে পারেন। রইল ধাপে ধাপে তৈরির সহজ উপায়।

কবাব বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে ছোট ও গোল আকারের রেশমি বা শামি কবাব। কিন্তু ‘চপলি কবাব’ তার থেকে একেবারেই আলাদা। এটি আকারে বড়, পাতলা এবং বাইরে থেকে অত্যন্ত মুচমুচে হলেও ভেতর থেকে থাকে বেশ রসালো বা জুসি। রেস্তোরাঁ স্বাদ এখন আপনি আপনার নিজের রান্নাঘরেই তৈরি করতে পারেন। রইল ধাপে ধাপে তৈরির সহজ উপায়।

চপলি কবাবের বিশেষত্ব কী? সাধারণ কবাবের তুলনায় চপলি কবাব আকারে অনেকটা বড় ও চ্যাপ্টা হয়। এর স্বাদের মূল রহস্য লুকিয়ে আছে এতে ব্যবহৃত মশলার ভারসাম্যে। মোটা করে কোটা মশলা, আনারদানা (ডালিমের দানা), টাটকা টমেটো এবং কাঁচা লঙ্কার মিশ্রণ একে দেয় এক টক-ঝাল ও চটপটে স্বাদ।

যা যা লাগবে— কিমা (মটন): ৫০০ গ্রাম

পেঁয়াজ কুচি: ১টি (মাঝারি মাপের)

টমেটো কুচি: ১টি (বিচি ছাড়ানো)

আদা-রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ

কাঁচা লঙ্কা কুচি: ২-৩টি

আনারদানা (আধভাঙা): ১ চা চামচ

ভাজা জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ

ধনে গুঁড়ো: ১ চা চামচ

শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো: স্বাদমতো

গরম মশলা গুঁড়ো: আধা চা চামচ

বেসন বা কর্নফ্লাওয়ার: ২ টেবিল চামচ (বাইন্ডিংয়ের জন্য)

ডিম: ১টি (ঐচ্ছিক)

নুন ও তেল: পরিমাণমতো

ধনেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ

এভাবে তৈরি করুন-

প্রথমে একটি পাত্রে কিমা নিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা এবং ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার এতে নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, ভাজা জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা এবং আধভাঙা আনারদানা মিশিয়ে নিন। আনারদানা কবাবের স্বাদে একটি সুন্দর টক ভাব নিয়ে আসে। মিশ্রণটি যাতে ছেড়ে না যায়, তার জন্য বেসন বা কর্নফ্লাওয়ার মেশান। চাইলে একটি ডিমও ফেটিয়ে দিতে পারেন, এতে কবাব আরও নরম হয়। সব উপকরণ দিয়ে কিমা ভালো করে মেখে ৩০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন।

হাতের তালুতে সামান্য তেল মেখে কিমার মিশ্রণ থেকে ছোট বল তৈরি করে তা হাতের চাপে চ্যাপ্টা ও পাতলা আকার দিন। মনে রাখবেন, ভাজার সময় কিমা কিছুটা ছোট হয়ে যায়, তাই একটু বড় ও পাতলা করে গড়া ভালো। তাওয়ায় তেল গরম করে মাঝারি আঁচে কবাবগুলো দিন। দু’পিঠ লালচে সোনালি এবং মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত ধীর আঁচে ভাজুন। আঁচ বাড়িয়ে ভাজলে কবাব ভেতর থেকে কাঁচা থেকে যেতে পারে।

সবশেষে পেঁয়াজ কুচি, পুদিনার চাটনি আর লেবু দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ইসলামাবাদের এই সিগনেচার ডিশ। ছুটির বিকেলের আড্ডায় এমন একটি পদ আপনার পরিবারের সবার মন জয় করে নেবে নিশ্চিত।

রোজ ১ কিমি হাঁটলে এক মাসে অনেকটাই ওজন কমবে

হাঁটা এমন একটি ব্যায়াম যা যে কোনও বয়সের মানুষ অনায়াসেই করতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাঁটার মাধ্যমে শুধু শরীর নয়, মনেরও যত্ন নেওয়া হয়। এটি আপনাকে প্রকৃতির কাছাকাছি আনে, নিজেকে সময় দেওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং প্রাকৃতিকভাবে শরীরকে সক্রিয় রাখে। নিয়মিত হাঁটলে একাধিক ক্রনিক রোগের ঝুঁকিও কমে।

ওজন কমানো এবং মেদ ঝরানোর জন্য আজকাল হরেক রকম ‘মডার্ন’ উপায় জনপ্রিয়। কেউ করছেন ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং, কেউ কিটো ডায়েট, আবার কেউ বেছে নিচ্ছেন ডিএনএ ডায়েট বা ডিটক্স ড্রিঙ্কস। এর মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি নতুন ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে ‘রোজ ১ কিলোমিটার হাঁটা’। কিন্তু প্রশ্ন হল, দিনে মাত্র ১ কিমি হেঁটে কি ওজন কমানো সম্ভব? এক মাসে এর ফলাফলই বা কী হতে পারে? এই নিয়ে মুখ খুললেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

হাঁটা এমন একটি ব্যায়াম যা যে কোনও বয়সের মানুষ অনায়াসেই করতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাঁটার মাধ্যমে শুধু শরীর নয়, মনেরও যত্ন নেওয়া হয়। এটি আপনাকে প্রকৃতির কাছাকাছি আনে, নিজেকে সময় দেওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং প্রাকৃতিকভাবে শরীরকে সক্রিয় রাখে। নিয়মিত হাঁটলে একাধিক ক্রনিক রোগের ঝুঁকিও কমে।

ইন্টিগ্রেটিভ থেরাপিউটিক নিউট্রিশনিস্ট ডঃ গীতিকা চোপড়ার মতে, রোজ ১ কিমি হেঁটে ঠিক কতটা ওজন কমবে, তার কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার শারীরিক গঠন এবং জীবনযাত্রার ওপর। ১ কিমি হাঁটা একটি ভালো অভ্যাসের শুরু হতে পারে, কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে ফ্যাট কমানোর জন্য এটি যথেষ্ট নয়। হিসেব অনুযায়ী, যদি আপনি আপনার ডায়েট বা খাদ্যাভ্যাসে কোনও পরিবর্তন না করেন এবং প্রতিদিন ১ কিমি করে হাঁটেন, তবে এক মাসে আপনার শরীর থেকে প্রায় ১২০০ থেকে ২০০০ ক্যালোরি খরচ হবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, এর ফলে এক মাসে মাত্র ০.১৫ থেকে ০.২৫ কিলোগ্রাম মেদ ঝরবে। অর্থাৎ, আয়নায় আপনার চেহারায় কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন চোখে পড়বে না। তবে এর ইতিবাচক দিক হল আপনার শরীর সচল থাকবে।

ওজন কমা আর কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

১ কিমি হাঁটা ফলপ্রসূ হবে কি না, তা নির্ভর করে নিচের বিষয়গুলোর ওপর শরীরের ওজন: যাঁদের ওজন বেশি, তাঁদের ক্যালোরি বেশি খরচ হয়। বিএমআর : আপনার মেটাবলিজম যদি ধীর গতির হয়, তবে ফ্যাট কমবে ধীরে।

হাঁটার গতি: সাধারণ হাঁটার চেয়ে দ্রুত হাঁটা বা ‘ব্রিস্ক ওয়াকিং’ (ঘণ্টায় ৫-৬ কিমি) বেশি কার্যকর।

খাদ্যাভ্যাস: হাঁটার পর যদি আপনি ক্যালোরি সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেয়ে ফেলেন, তবে হাঁটার সুফল নষ্ট হয়ে যাবে।

অন্যান্য কারণ: পর্যাপ্ত ঘুম, মানসিক চাপ এবং হরমোনের ভারসাম্য (যেমন থাইরয়েড বা পিসিওএস) ওজন কমানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।

রোজ ১ কিমি হাঁটা শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্য চমৎকার একটি ‘স্টার্ট হ্যাবিট’। কিন্তু যদি আপনার লক্ষ্য হয় দ্রুত ওজন কমানো, তবে হাঁটার দূরত্ব এবং গতির পাশাপাশি পুষ্টিকর ও নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি।

গ্যাস জ্বালাতেই হবেনা সকালে বানান এই সুস্বাদু খাবার

তীব্র গরমে সকাল সকাল উনুন বা গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়ে রান্না করা বেশ কষ্টকর। শরীর ঠান্ডা রাখতে এবং চটজলদি পেট ভরাতে ট্রাই করুন এই ৭টি সহজ ব্রেকফাস্ট আইডিয়া। কী কী লাগবে? কীভাবে বানাবেন? দেখে নিন।

তীব্র গরমে সকালের শুরুটা হওয়া উচিত হালকা এবং আরামদায়ক। আগুনের সামনে না গিয়েও পুষ্টিকর জলখাবার তৈরি করা সম্ভব। এই গরমে শরীর সতেজ রাখতে ট্রাই করুন এই বিশেষ রেসিপি গুলি। রাতের বেলা ওটসের সঙ্গে দুধ বা দই মিশিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। এর সঙ্গে পছন্দের ফল, বাদাম বা সিডস যোগ করতে পারেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেয়ে যাবেন ঠান্ডা এবং পেট ভরা জলখাবার। ঠান্ডা দইয়ের ওপর সাজিয়ে নিন আম, বেরি বা কলার মতো মরসুমি ফল। স্বাদ বাড়াতে সামান্য মধু বা গ্রানোলা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কোনো ঝক্কি ছাড়াই তৈরি হয়ে যাবে এই হেলদি বোল।

চিয়া সিডস সারারাত দুধের মধ্যে ভিজিয়ে রাখলে তা ঘন পুডিংয়ের মতো হয়ে যায়। মিষ্টির জন্য সামান্য গুড় বা ফল ব্যবহার করতে পারেন। এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত শীতল এবং আরামদায়ক।

পাউরুটির ওপর পিনাট বাটার লাগিয়ে তার ওপর কলার স্লাইস সাজিয়ে দিন। ওপরে সামান্য মধু বা তিল ছড়িয়ে দিলে স্বাদ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। আগুনের আঁচ ছাড়াই এটি দ্রুত তৈরি হয়ে যায়।

ফ্রিজে রাখা ফল, দুধ বা দই দিয়ে ব্লেন্ডারে স্মুদি তৈরি করে নিন। একটি বাটিতে ঢেলে ওপরে নারকেল কোরা বা ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে সাজান। গরমের সকালে এটি শরীরকে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি দেয়।

এক বাটি মুসলির ওপর ঢেলে দিন একদম কনকনে ঠান্ডা দুধ। স্বাদের জন্য আম বা আপেল কুচি যোগ করা যেতে পারে। দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখতে এই খাবারের জুড়ি নেই। খুব হালকা কিছু খেতে চাইলে এক বাটি ফলের সঙ্গে এক গ্লাস ডাবের জল খান। এটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে এবং আর্দ্রতা বজায় রাখতে দারুণ কার্যকর। গ্রীষ্মে এটিই সেরা বিকল্প। তবে খালি পেটে না খাওয়াই ভালো।

বিউলি ডাল দিয়ে বানিয়ে ফেলুন ‘শাহী কোরমা’

(কোরমা সামান্য মিষ্টি হয়)। ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এতে নারকেলের দুধ দিয়ে দিন।

বাঙালি বাড়িতে বিউলি ডাল মানেই সঙ্গে থাকবে আলু পোস্ত। কিন্তু বিউলি ডালকে যদি একটু রাজকীয় কায়দায় রান্না করা যায়, তবে তার স্বাদ টেক্কা দিতে পারে যে কোনও নামী রেস্তোরাঁর ডাল মাখানিকেও। আজ রইল বিউলি ডালের এমন এক অভিনব রেসিপি, যা রুটি, লুচি কিংবা ফ্রাইড রাইস সবের সাঙ্গে জমে যাবে। যা যা লাগবে--- বিউলি ডাল (খোসা ছাড়া): ২০০ গ্রাম কাজুবাদাম ও কিসমিস বাটা: ২ টেবিল চামচ আদা ও কাঁচালঙ্কা বাটা: ১ টেবিল চামচ টক দই: আধ কাপ (ফেটানো) নারকেলের দুধ: আধ কাপ গোটা গরম মশলা (এলাচ,লবঙ্গ, দারুচিনি) মৌরি গুঁড়ো: ১ চা চামচ কাসুরি মেথি: সামান্য ঘি ও সাদা তেল: পরিমাণমতো নুন ও চিনি: স্বাদমতো এভাবে তৈরি করুন--- প্রথমে বিউলি ডাল শুকনো খোলায় হালকা ভেজে নিন (বেশি লাল করবেন না)। এরপর ভালো করে ধুয়ে সামান্য নুন দিয়ে প্রেশার কুকারে সেদ্ধ করে নিন। খেয়াল রাখবেন ডাল যেন গলে না যায়, আবার সুসিদ্ধ হয়। কড়াইতে ঘি ও তেল গরম করে তাতে তেজপাতা ও গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। মিষ্টি গন্ধ বেরোলে আদা-কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। এবার এতে কাজু ও কিসমিস বাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে আঁচ কমিয়ে ফেটানো টক দই এবং মৌরি গুঁড়ো দিয়ে দিন। দই যেন ফেটে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। ডাল মেশানো: মশলা কষানো হয়ে গেলে সেদ্ধ করে রাখা ডালটি দিয়ে দিন। স্বাদমতো নুন ও একটু বেশি পরিমাণ চিনি দিন (কোরমা সামান্য মিষ্টি হয়)। ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এতে নারকেলের দুধ দিয়ে দিন। ডাল ঘন হয়ে এলে ওপর থেকে কাসুরি মেথি হাতে ঘষে ছড়িয়ে দিন। সবশেষে এক চামচ ঘি দিয়ে নামিয়ে নিন। ১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন যাতে মশলার গন্ধ ডালে ভালোভাবে মিশে যায়। ব্যস! তৈরি আপনার জিভে জল আনা বিউলি ডালের শাহী কোরমা। গরম গরম লুচি বা পরোটার সাথে পরিবেশন করুন এই রাজকীয় পদ।

অচেনা জায়গায় রাতে ঘুম আসে না? কারণ কি

ঘুরতে গিয়ে বা অন্য কোথাও রাত্রিবাস করলে অনেকেরই প্রথম রাতে ঘুম আসতে চায় না। কেন আমাদের মস্তিষ্ক অচেনা পরিবেশে এমন আচরণ করে? এটা কী কোনও অসুখ? এক গবেষণায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। বেড়াতে গিয়ে বা নতুন কোনও বাড়িতে প্রথম রাতে কি আপনারও দু চোখের পাতা এক হয় না? সামান্য শব্দেই কি বারবার ঘুম ভেঙে যায়? বিজ্ঞানের ভাষায় এই সমস্যার নাম হল ‘ফার্স নাইট এফেক্ট’। সম্প্রতি অস্ট্রিয়ার সলজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এর নেপথ্যে থাকা আসল কারণ খুঁজে বের করেছেন।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অচেনা পরিবেশে ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্কের কিছু অংশ সজাগ থাকে। আসলে ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্কের কিছু অনুভূতি জেগে থাকা অবস্থার চেয়েও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই অতি-সক্রিয়তাই আমাদের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন করে রাখে, যার ফলে সহজে ঘুম আসতে চায় না। গবেষকরা ঘুমের সময় মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা মাপতে ‘ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফি’ বা ইইজি মেশিন ব্যবহার করেছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অপরিচিত পরিবেশে শুলে মস্তিষ্ক পারিপার্শ্বিক শব্দ বা সামান্য নড়াচড়াকে বিপদ হিসেবে গণ্য করে। সেই কারণেই গভীর ঘুমের বদলে মস্তিষ্ক হালকা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ওপর একটি মজার পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছিল। প্রথম রাতে তাঁদের অচেনা জায়গায় নিজের মতো ঘুমোতে দেওয়া হয়। দেখা যায়, জায়গাটির সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁদের মস্তিষ্ক বেশ বেগ পাচ্ছে এবং ঘুমের মান যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। দ্বিতীয় রাতে তাঁদের ঘুমের মধ্যে খুব মৃদু স্বরে অতি-পরিচিত বা বাড়ির মানুষের গলার স্বর শোনানো হয়। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায়, অচেনা জায়গা হলেও পরিচিত আওয়াজ শোনার ফলে তাঁদের ঘুম আগের চেয়ে অনেক বেশি গাঢ় হয়েছে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক তখন নিজেকে নিরাপদ মনে করছে। তৃতীয় রাতে গবেষকরা ঘুমের মধ্যে অপরিচিত মানুষের গলায় তাঁদের নাম ধরে ডাকেন অথবা অদ্ভুত শব্দ করেন। দেখা গিয়েছে, শব্দের তীব্রতা খুব কম হলেও অপরিচিত হওয়ার কারণে তাঁদের ঘুম সঙ্গে সঙ্গে পাতলা হয়ে গিয়েছিল। মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিল।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি আসলে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। আদিম যুগে বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে মানুষ ঘুমের মধ্যেও সজাগ থাকার এই কৌশল রপ্ত করেছিল। জিনের মাধ্যমে সেই প্রাচীন অভ্যাস আজও আমাদের শরীরে বয়ে চলেছে, যা অচেনা জায়গায় প্রকট হয়ে ওঠে। চ

সুতরাং, নতুন জায়গায় ঘুম না হওয়া কোনও অসুখ নয়, বরং আপনার মস্তিষ্কের বাড়তি সতর্কতারই প্রমাণ। তবে এই সমস্যা কাটানোর জন্য নিজের বালিশ বা পরিচিত সুগন্ধি সাথে রাখতে পারেন। এতে মস্তিষ্ক জায়গাটিকে নিরাপদ ভেবে দ্রুত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে সাহায্য করবে।

কেমিক্যালের হাত থেকে চুল বাঁচাতে বাড়িতেই বানান শ্যাম্পু

আজকাল অল্প বয়সেই চুল পড়া বা চুল অকালে পেকে যাওয়া একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে যেমন রয়েছে খাদ্যাভ্যাসে অনিয়ম আর প্রোটিনের অভাব, তেমনই দায়ী মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ। থাইরয়েড বা হরমোনের সমস্যার পাশাপাশি স্টাইলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হিটিং টুলস চুলের দফারফা করে দিচ্ছে। এই সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে রান্নাঘরে থাকা কয়েকটি উপাদান দিয়েই বানিয়ে ফেলা সম্ভব প্রাকৃতিকভাবে শক্তিশালী এক ভেষজ শ্যাম্পু।

এক সময় দিদা-ঠাকুমাদের ঘরোয়া টোটকাকে অনেকেই সেকেলে বলে উড়িয়ে দেন। ভরসা থাকে বিজ্ঞাপনের নামী-দামী ব্র্যান্ডের রাসায়নিক ভরা শ্যাম্পুর ওপর। তবে এখন শ্যাম্পুর চটকদার মোড়ক আর কেমিক্যালের দাপটে চুলের বারোটা বাজার পর অনেকেই আবার ফিরছেন সেই পুরনো আয়ুর্বেদিক দাওয়াইতেই। মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে যদি রুক্ষ, জট পড়া চুল আবার আয়নার মতো ঝকঝকে হয়ে ওঠে, তবে মন্দ কী! আজকাল অল্প বয়সেই চুল পড়া বা চুল অকালে পেকে যাওয়া একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে যেমন রয়েছে খাদ্যাভ্যাসে অনিয়ম আর প্রোটিনের অভাব, তেমনই দায়ী মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ। থাইরয়েড বা হরমোনের সমস্যার পাশাপাশি স্টাইলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হিটিং টুলস চুলের দফারফা করে দিচ্ছে। এই সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে রান্নাঘরে থাকা কয়েকটি উপাদান দিয়েই বানিয়ে ফেলা সম্ভব প্রাকৃতিকভাবে শক্তিশালী এক ভেষজ কী কী লাগবে এই ঘরোয়া শ্যাম্পু বানাতে? এই বিশেষ আয়ুর্বেদিক মিশ্রণটি তৈরি করতে খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন নেই। সবকটিই হাতের কাছে বা দশকর্মার দোকানে সহজেই পাওয়া যায়। আমলকী, রিঠা ও শিকাকাই: চুলের গোড়া মজবুত করতে এবং প্রাকৃতিকভাবে ময়লা পরিষ্কার করতে এর জুড়ি নেই। মেথি: চুল পড়া বন্ধ করতে আর গোড়ায় পুষ্টি জোগাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। জবা ফুল বা পাউডার: চুলকে কন্ডিশনিং করে রেশমের মতো নরম রাখে। অ্যালোভেরা জেল: স্ক্যাল্পের আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং খুশকি দূর করে। হলুদ গুঁড়ো: অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে সংক্রমণের হাত থেকে মাথাকে রক্ষা করে।

বানানোর পদ্ধতি ও ব্যবহার

প্রথমে আমলকী, শিকাকাই, রিঠা, জবা এবং মেথি একসাথে এক মগ জলে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। সারারাত ভেজানোর ফলে উপকরণের সমস্ত ভেষজ গুণ জলের সাথে মিশে যায়। পরের দিন সকালে এই মিশ্রণটি ৫-৭ মিনিট হালকা আঁচে ফুটিয়ে নিতে হবে। জল ফুটে উঠলে এর আয়ুর্বেদিক গুণাগুণ আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর আঁচ বন্ধ করে জলটি ঠান্ডা হতে দিতে হবে। ঠান্ডা হলে ভালো করে ছেঁকে নিয়ে তাতে অ্যালোভেরা জেল আর সামান্য হলুদ মিশিয়ে নিলেই তৈরি কেমিক্যাল-মুক্ত ঘরোয়া শ্যাম্পু।

ব্যবহারের নিয়ম: সাধারণ শ্যাম্পুর মতোই এটি চুলে ও স্ক্যাল্পে মেখে হালকা হাতে মাসাজ করতে হবে। রিঠা থাকার কারণে এতে প্রাকৃতিক ফেনা হয়, যা চুলের তেলতেলে ভাব নিমিষেই কাটিয়ে দেয়। ২-৩ মিনিট রেখে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। সপ্তাহে অন্তত দুই-তিন দিন এটি ব্যবহার করলে তফাতটা নিজের চোখে দেখা যাবে। কেন বাজারের শ্যাম্পু ছেড়ে এটি ব্যবহার করবেন? বাজারে পাওয়া শ্যাম্পুতে প্রচুর পরিমাণে সালফেট আর প্যারাবেন থাকে, যা সাময়িকভাবে চুল পরিষ্কার দেখালেও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করে। অন্যদিকে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী আমলকী ও শিকাকাইয়ের প্রাকৃতিক ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চুলের ফলিকলকে ভেতর থেকে পুনরুজ্জীবিত করে। এটি নিয়মিত ব্যবহার করলে চুল শুধু সিল্কি হয় না, বরং নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে। খরচ বাঁচিয়ে ঘরোয়া উপায়ে নিজেকে সুন্দর রাখার এর চেয়ে ভালো বিকল্প আর কিছু হতে পারে না।

ফরিদাবাদ থেকে নাসিক সন্ত্রাসী মডিউলের বদলানো রূপে বাড়ছে নিরাপত্তা উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): দিল্লিতে গত বছরের নভেম্বর মাসে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত ফরিদাবাদ মডিউল মামলাটি দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে বড় সতর্কবার্তা হিসেবে উঠে এসেছে। তদন্তে দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি এখন ক্রমশ 'হোয়াইট-কলার' বা উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবীদের ব্যবহার করার দিকে ঝুঁকছে, যা তাদের কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করছে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, ফরিদাবাদ মডিউলটি ছিল বড় ও সুসংগঠিত, যেখানে চিকিৎসকরা নেতৃত্বে ছিলেন। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের নাসিকে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস) সংক্রান্ত মামলায় আইটি পেশাদার ও এক এইচআর ম্যানেজারের জড়িত থাকার তথ্য সামনে এসেছে। এই মডিউলটি মূলত ধর্মান্তর ও উগ্রপন্থা ছড়ানোর কাজে যুক্ত ছিল।

অধিকর্তারা জানিয়েছেন, পেশাগত পরিচয়ের কারণে এই ধরনের মডিউলগুলি দীর্ঘ সময় নজরের বাইরে থেকে যায়। ফরিদাবাদ ও নাসিকদু'টি ক্ষেত্রেই মডিউলগুলি প্রায় ৩ থেকে ৪ বছর সক্রিয় ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তে আরও জানা গেছে, এই ধরনের অপারেটিভরা খুব কম নির্দেশনাতেই কাজ করতে সক্ষম। তারা অনলাইনে বিভিন্ন পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহ করে স্বতন্ত্রভাবে কার্যকলাপ চালাতে পারে। এনক্রিপ্টেড প্ল্যাটফর্ম ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থায় দক্ষ হওয়ায় এদের কার্যকলাপ চিহ্নিত করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

ফরিদাবাদ মডিউলের সদস্যরা 'ঘোস্ট সিম' ও এনক্রিপ্টেড অ্যাপ ব্যবহার করত, আর নাসিক মডিউলটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে যোগাযোগ ও লক্ষ্য নির্ধারণ করত বলে জানা গেছে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ইসলামিক স্টেট ও আল-কায়েদা-এর মতো সংগঠনগুলি ভবিষ্যতে সরাসরি নির্দেশ দেওয়ার বদলে এই ধরনের মডিউলকে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা দিয়ে স্বনির্ভরভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করতে পারে।

এছাড়া, পাকিস্তানভিত্তিক গুপ্তচর সংস্থা আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই) দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ করছে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। বিশেষত জম্মু-কাশ্মীর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল-কলেজ স্তরে তরুণদের লক্ষ্য করে উগ্রপন্থা ছড়ানোর চেষ্টা চালানো হয়েছে।

সূত্রের দাবি, কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়েছে এবং অনেককে পাকিস্তানে না পাঠিয়ে তুরস্ক ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পড়াশোনার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে তাদের উপর নজরদারি কম থাকে। দেশে ফিরে এসে তারা নতুন করে নেটওয়ার্ক বিস্তারে ভূমিকা নিতে পারে।নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এখন পর্যন্ত ধরা পড়া বিভিন্ন মডিউলের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে দেখছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই নেটওয়ার্কগুলি আলাদা ভাবে কাজ করে, ফলে দীর্ঘদিন ধরা না পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।অধিকর্তাদের মতে, আইএসআই-এর মূল লক্ষ্য সম্ভবত সরাসরি সমন্বয়ের চেয়ে এই ধরনের মডিউলের সংখ্যা বাড়ানোযা ভবিষ্যতে আরও বড় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

ঝাড়খণ্ডের সারান্ডা জঙ্গলে আবার আইইডি বিস্ফোরণ

২৪ ঘণ্টায় দ্বিতীয় ঘটনা; আরও এক জওয়ান জখম

রাঁচি, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার সারান্ডা জঙ্গলে মাওবাদী-বিরোধী অভিযান জোরদার হওয়ার মাঝেই ফের আইইডি বিস্ফোরণে এক নিরাপত্তা কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ঘটনা বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার ঘন সারান্ডা জঙ্গলে তল্লাশি অভিযানের সময় এই ঘটনা ঘটে। নিরাপত্তা বাহিনীর এক জওয়ান ভুলবশত মাটির নিচে পোঁতা প্রেশার আইইডির উপর পা রাখলে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ওই জওয়ানের পা সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর চোট লাগে।

আহত জওয়ানের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে এয়ারলিফট করে রাঁচিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এর আগে বুধবার মনোহরপুরের ছোটনাগড়া থানার অন্তর্গত বালিবা জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে তুমুল গুলির লড়াই হয়।গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শুরু হওয়া ওই অভিযানের সময় আইইডি বিস্ফোরণে কোবরা ২০৫ ব্যাটালিয়নের ইনস্পেক্টর সত্য প্রকাশসহ মোট পাঁচজন জওয়ান আহত হন।

আহত অন্যদের নাম শৈলেশ কুমার দুবে, উত্তম সেনাপতি, জিতেন্দ্র কুমার রাই এবং প্রেম কুমার। তাঁদেরও বুধবার সন্ধ্যায় এয়ারলিফট করে রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

নিরাপত্তা সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, এই এলাকা কুখ্যাত মাওবাদী নেতা মিসির বেসরার ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। তার মাথার দাম এক কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। বুধবারের সংঘর্ষে কয়েকজন মাওবাদী হতাহত হয়েছে বলে দাবি করা হলেও, এখনও পর্যন্ত তার কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ মেলেনি।অধিকারিকদের মতে, এলাকায় সক্রিয় মাওবাদীদের সংখ্যা বর্তমানে ৫০-এর নিচে নেমে এসেছে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি বাড়াতে তারা মরিয়া হয়ে আইইডি হামলার পথ নিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মাওবাদ নির্মূলের লক্ষ্যে ঝাড়খণ্ড জুড়ে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। সারান্ডা জঙ্গল এলাকায় উচ্চ সতর্কতা জারি রয়েছে এবং কোবরা, ঝাড়খণ্ড জাগুয়ার ও জেলা পুলিশের যৌথ বাহিনী ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে।

এদিকে লাগাতার বিস্ফোরণ ও সংঘর্ষে আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

হিঙ্গলগঞ্জে বিএসএফ ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু এক জওয়ানের

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে বিএসএফের ৭৭ ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডে এক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম জ্যোতিরাম সিং, তিনি সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই) পদে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে ক্যাম্পের ফুয়েল স্টোরেজ রুমে ঢোকার পর আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় জ্যোতিরাম সিং বেরোতে পারেননি এবং গুরুতরভাবে দগ্ধ হন।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, একটি স্পিডবোটে তেল ভরার সময় হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। অন্যান্য বিএসএফ জওয়ান ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরে দমকল বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গুরুতর আহত অবস্থায় জ্যোতিরাম সিং-কে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি সন্দীপ দাস জানান, "বিএসএফ ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এক এএসআই-এর মৃত্যু হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।"

উল্লেখ্য, এর আগে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা এলাকায় নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের (আইটিবিপি) কনস্টেবল কানক কোচ রহস্যজনকভাবে মারা যান। প্রাথমিকভাবে অনুমান, সিঁড়ি থেকে পড়ে গুরুতর চোট পাওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ইউসিসি পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামো নষ্ট করবে: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) কার্যকর করার বিজেপির প্রতিশ্রুতিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। তাঁর দাবি, এই আইন পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ছয় মাসের মধ্যে ইউসিসি কার্যকর করা হবে। সেই মন্তব্যের জবাবেই ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরে এক নির্বাচনী সভা থেকে সরব হন অভিষেক ব্যানার্জী।

তিনি বলেন, "ইউসিসি মানে আপনাকে বলে দেওয়া হবে আপনি কোন ধর্ম পালন করবেন, কীভাবে করবেন। বিজেপি ঠিক করে দেবে আপনি কী করবেন।"

বিজেপির 'এক দেশ, এক আইন' ধারণাকে খণ্ডন করে তিনি উদাহরণ দেন, "সব মানুষের পোশাক এক নয়। কারও জামার মাপ এক, কারও আরেক। জুতোর মাপও আলাদা। তবে কি বিজেপি টোও ঠিক করে দেবে? সব গাছ কি একভাবে ফুল ফোটায়?"

অভিষেক ব্যানার্জী দাবি করেন, ইউসিসি চালু হলে তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি এবং কুর্মি সম্প্রদায়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি বিপন্ন হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

একই সঙ্গে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। বলেন, "৪ মে দুপুরে কলকাতায় থাকুন, ১২টার পর আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

এদিন বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, "এবার শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়, ডিজেও বাজবে। আপনারা যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়া হবে।"

তিনি স্পষ্ট করে দেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদার হতে পারেন, কিন্তু তিনি নন। "তৃণমূল কংগ্রেসের সৌজন্যকে দুর্বলতা ভাবা উচিত নয়," বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

'আমার থেকে বেশি খুশি কেউ নয়': সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উচ্ছ্বসিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি বলেন, "আজ আমার থেকে বেশি খুশি কেউ নয়।"

সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, যেসব ভোটারের নাম বিচারিক প্রক্রিয়ায় বাদ পড়েছিল, তারা যদি নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা আগে আপিল ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে তালিকায় ফের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।এর ফলে, ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটে যাঁদের নাম বাদ পড়েছিল, তাঁরা ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে নাম অন্তর্ভুক্ত হলে ভোট দিতে পারবেন। একইভাবে, ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে অংশ নিতে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে।

কোচবিহারে প্রচার সভার ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা ব্যানার্জী বলেন, "সবাইকে অভিনন্দন। আমি শুরু থেকেই বলছিলাম, জয় আমাদেরই হবে। যাঁদের নাম বাদ পড়েছিল, তাঁদের ধৈর্য্য ধরতে বলেছিলাম। দেশের বিচারব্যবস্থার উপর আমি গর্বিত।"

তিনি আরও দাবি করেন, এই বিষয়ে তিনিই প্রথম সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।একই সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, শেষ মুহূর্তে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে, তাঁদের কাছে যেন দ্রুত ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেওয়া হয়। "দলের কর্মীদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রত্যেকের হাতে ভোটের আগে স্লিপ পৌঁছে যায়," বলেন তিনি।

রাজস্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেসরকারি বাস উল্টে মৃত্যু ৩, আহত ২৩-এর বেশি

জয়পুর, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থানের কোটা জেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২৩ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন।বুধবার গভীর রাতে রানপুর থানার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড-মোরেনার দিকে যাচ্ছিল। বাসটিতে ৫০ জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন। কোটা শহরের রানপুর থানার আওতায় আভলি-রোজদি এলাকার কাছে হঠাৎ বাসের একটি জানালার কাচ ভেঙে বিকট শব্দ হয়। এতে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এই হঠাৎ পরিস্থিতিতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাসটি রাস্তার ডিভাইডার টপকে বিপরীত লেনে ঢুকে পড়ে এবং পরে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর বাসের ভিতরে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যাত্রীরা চিৎকার করে সাহায্য চাইতে থাকেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে পুলিশ, প্রশাসন ও দমকল বাহিনী এসে উদ্ধার অভিযান চালায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে ৬ থেকে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।তাঁদের কোটা নিউ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং চিকিৎসা চলছে।

ডিএসপি মনীশ শর্মা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে দুইজন মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড জেলার বাসিন্দা ধর্মেন্দ্র ও কৃষ্ণ। তাঁরা বাসের চালকের কেবিনে বসে ছিলেন। বাসটি উল্টে গেলে সামনের কাঁচ ভেঙে তাঁরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রেলার তাঁদের উপর দিয়ে চলে গেলে তাঁদের মৃত্যু হয়।

আহতদের মধ্যে গ্বালিয়রের দেবেন্দ্র, পুনম, পরী, সোমবীর ও সত্যম এবং ভিণ্ডের রামদুলারে, নবীন, নায়না ও পূজা রয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশের মাথা ও পায়ে চোট লেগেছে। আরও কয়েকজন আহতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

ব্রহ্মচারী

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাখাওয়াত হোসেন জামিনের আদেশ দেন। এর আগে গত ৭ এপ্রিল তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।আদালতের বেঞ্চ সহকারী মিজানুর রহমান জানান, ২০২৩ সালে করা এ মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসসহ ছয়জনকে আসামি করা হয়। তদন্তশেষে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) প্রতিবেদন দেয়। এর আগে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী কে পি শর্মা ৭ এপ্রিল তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন। পরে বৃহস্পতিবার তাকে এই মামলায় জামিন দেওয়া হয়। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আইনজীবী হত্যা সহ আরো ছয়টি মামলা রয়েছে।যে মামলায় তিনি জামিন পেয়েছেন, সেটির বাদী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ভূমি প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের বাবা, সাবেক মন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন। চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মেখলে এলাকায় জমি দখল, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মারধরের অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছিল।

ভারতীয় রেল নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বলেছেন, ভারতীয় রেলওয়ে মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং ধারাবাহিক সংস্কার ও প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে।এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব-এর লেখা একটি নিবন্ধ শেয়ার করেন, যেখানে গত এক দশকে ভারতীয় রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। স্পষ্ট নীতি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নিয়মিত অর্থায়নের ফলে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর দফতর এক্স-এ জানায়, "ভারতীয় রেলের সামগ্রিক ব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন এসেছে এবং তার ফলাফল আজ স্পষ্ট। ধারাবাহিক সংস্কার ও প্রযুক্তির মাধ্যমে এই খাত নতুন মানদণ্ড গড়ে তুলছে।"নিবন্ধে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রথম মেয়াদ থেকেই 'সেফটি ফার্স্ট' নীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সেই লক্ষ্যে প্রযুক্তিনির্ভর ও ধারাবাহিক অর্থায়নের মাধ্যমে রেলের নিরাপত্তা কাঠামোকে শক্তিশালী করা হয়েছে।এর ফলে দেশে রেল দুর্ঘটনার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে যেখানে ১৩৫টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, ২০২৫-২৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৬-তে যা প্রায় ৮৯ শতাংশ হ্রাস।একই সময়ে ট্রেন চলাচল ও যাত্রী সংখ্যা বাড়লেও দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেছে।এছাড়া 'কনসিকোয়েনশিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট ইনডেক্স' ০.১১ থেকে কমে ০.০১-এ নেমে এসেছে, যা প্রতি কিলোমিটার চলাচলে আরও নিরাপদ রেলব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। ২০১৪-১৫ সালে রেল দুর্ঘটনায় ২৯২ জনের মৃত্যু হলেও ২০২৫-২৬ সালে ১৬টি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের।

শোকজ নোটিশ

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরের চরম গাফিলতির কারণেই বারবার এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। দ্রুত সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।আমবাসা বাজারে পরপর বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ার ঘটনায় চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগ তুলে টিএসইসিএল-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের শোকজ নোটিশ জারি করেছে আমবাসা মহকুমা প্রশাসন।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ এপ্রিল আমবাসা বাজার এলাকায় বৈদ্যুতিক তার পড়ে যাওয়ার একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে একটি মেমো জারি করা হয়। উক্ত মেমোতে মহকুমার অধীনস্থ সমস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি কোনো ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা নিতে স্টেশন ত্যাগ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।কিন্তু অভিযোগ, সেই নির্দেশ অমান্য করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন। ১৫ এপ্রিল বিকেল প্রায় সাড়ে ৪টা নাগাদ একই স্থানে পুনরায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। প্রশাসনের দাবি, এই ধরনের গাফিলতি দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বড়সড় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। এ প্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ধারা ৫৬ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই মর্মে টিএসইসিএল-এর আমবাসা ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) এবং সিনিয়র ম্যানেজার (এসডি)-কে তিন দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে একতরফাভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

আজ ফলাফল

● প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি গণনা কেন্দ্রগুলিতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, সিসিটিভি নজরদারি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করা হবে এবং কোনওরকম অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না।

এডিসি নির্বাচনের ফলাফলকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গণনা সম্পন্ন করা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে।

আগামীকাল স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোট গণনা। ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি জেলা পর্যায়ে। ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে জেলা শাসক ও সমাহর্তা মোহম্মদ সাজাদ পি , জেলা পুলিশ সুপার মরিয়া কৃষ্ণ সি কে নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

জেলা শাসক ও সমাহর্তা প্রথমে জেলাবাসী থেকে শুরু করে আরক্ষা প্রশাসন, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক দল গুলিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নির্বাচনকে ঠিক ঠাক পরিচালনার কাজে সহায়তার জন্য। জেলাশাসক জানিয়েছেন দু একটি ছোট খাট ঘটনা ছাড়া নির্বাচন হয়েছে শান্তিপূর্ণ। আগামীকাল ভোট গণনা, এই গণনাকে কেন্দ্র করে ১৭ ই এপ্রিল সারা জেলায় সকাল ৬ টা থেকে পরদিন অর্থাৎ ১৮ ই এপ্রিল সকাল ৬ টা পর্যন্ত ভারতীয় ন্যায় সুরক্ষা সংহিতা ১৬৩ ধারা কার্যকর করা হয়েছে, এই ধারা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধারায় বলা হয়েছে পাঁচ বা তাতোধিক ব্যক্তির একসাথে ঘোরা ঘুরি করতে পারবে না, ধারায় আইন অমান্যকারীদের ৬ মাস জেলের ব্যবস্থা রয়েছে।তিনি প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও তার সহযোগীদের কাছে আইন শৃঙ্খলা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।সুযোগ সন্ধ্যাণীদের সম্পর্কে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। নিরাপত্তার কাজে ১২০০ নিরাপত্তা রক্ষী গণনা কেন্দ্র ও নিরাপত্তার বিষয়টি দেখবে। অর্থাৎ এক কথায় গণনাকে কেন্দ্র করে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

আগামীকাল ১৭ এপ্রিল ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের ভোটগণনা সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর ১৬৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এক নির্দেশিকা জারি করেছেন।

উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার এবং গণনা প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গণনাকেন্দ্রগুলির চারপাশে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে এলাকাকে স্টেরাইল জোন বা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গণনাকেন্দ্রগুলির অন্তর্ভুক্ত বাজার সমূহ যথা বিশালগড় বাজার, চড়িলাম বাজার এবং বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ক্ষেত্রে দোকানপাট ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। এই স্টেরাইল জোনের মধ্যে অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ ও জমায়েত সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই বিধিনিষেধ গণনা কর্মচারি, বৈধ পাসধারী গণনা এজেন্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এছাড়াও কর্তব্যরত নিরাপত্তা কর্মী ও ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষেত্রে, জরুরি পরিষেবা যেমন চিকিৎসা, অগ্নি নির্বাপণ, আইন শৃঙ্খলা, অনুমোদিত প্রয়োজনীয় পরিষেবা, যথাযথ অনুমতিপ্রাপ্ত যানবাহন ও কর্মী- এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার সহ সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত আদেশ কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নাকা পয়েন্ট ও টহলদারিও জোরদার করা হবে। উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে।

আগামীকাল ১৭ এপ্রিল ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের ভোট গণনা সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এর ১৬৩ ধারায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১৮ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, গণনাকেন্দ্রগুলির আশপাশে ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি কোনও ধরনের অস্ত্র বা অস্ত্রের মতো বস্তু যেমন, লাঠি, স্টিক, লোহার রড, বোমা, পাথর প্রভৃতি নিয়ে এক জায়গায় সমবেত হতে পারবেন না। দুই বা ততোধিক মোটর বাইক, স্কুটার অথবা গাড়ি নিয়ে একসঙ্গে চলাচল করা যাবে না, স্বরবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করে বা ব্যবহার ছাড়া সভা, মিছিল, জমায়েত করা যাবে না।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকরি হবে না। এর মধ্যে রয়েছে- পুলিশ কর্মী, সি.এ.পি.এফ, পুলিশ, নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত অফিসকর্মী অথবা তাদের যানবাহন, বৈধ পাস পাওয়া সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ, নির্বাচনের কাজে যুক্ত গাড়ির ড্রাইভার এবং ক্লিনার, পণ্য, শাকসব্জি, মাছ, ওষুধ বহনকারী গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এবং রোগী বহনকারী গাড়ি, সরকারি কর্মচারি অথবা পুলিশ। সি.এ.পি.এফ. / সরকারি দায়িত্বে থাকা আর্মড ফোর্সেস, দিনের বেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে জমায়েত, সরকারি বা বেসরকারি অফিসে প্রাত্যহিক কাজ, সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল, তবে গাড়িগুলি যেন রাজনৈতিক জমায়েতের উদ্দেশ্যে জনগণকে বহন না করে। ধর্মীয়স্থানে প্রার্থনার সময় সমবেত হওয়া অথবা সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, জন্মদিন পালন প্রভৃতি ক্ষেত্র।

রাজনৈতিক জমায়েত ছাড়া বিভিন্ন বাজার এবং মান্ডিতে সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। রিটার্নিং অফিসার অথবা নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া প্রার্থীদের এবং অন্যান্য গাড়ির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কার্যকরি হবে না। আদেশে বলা হয়েছে আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে বি.এন.এস.এস. ২০২৩-এর ২২৩ ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আগামীকাল অর্থাৎ ১৭ এপ্রিল ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টি.টি.এ.এ.ডি.সি.) নির্বাচনের ভোট গণনা সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিশালগড় এস.ডি.এম. অফিস ও পুরাতন ডি.এম. অফিসে সম্পন্ন হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নির্বিঘ্নে গণনার কাজ পরিচালনার নিরিখে আগামীকাল সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অফিসটিলা, বিশালগড় থেকে বিশ্রামগঞ্জ বাজার পর্যন্ত সকল প্রকার যানবাহন (জরুরি পরিষেবা ব্যতীত) চলাচল বন্ধ থাকবে। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নিরাপত্তার দাবি

● প্রথম পাতার পর

করতে হবে। বিশেষ করে গণনা কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি বৃদ্ধি, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর জোর দেন তারা।তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে জানানো হয়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সুষ্ঠু ভোট গণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নির্বাচন কমিশনের সক্রিয় উদ্যোগ এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের আস্থা অটুট রাখা সম্ভব। নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমার প্রতিনিধি দলের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আশ্বাস দেন বলে জানা গেছে।এডিসি নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গণনা সম্পন্ন করা এখন প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

পথচারী

● প্রথম পাতার পর

ও বাসিন্দারা। প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন এই সড়ক দিয়ে যাতায়াত করলেও রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।স্থানীয়দের দাবি, গত দুর্গাপূজার সময় রাস্তার সংস্কার কাজ হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তা ফের নষ্ট হয়ে যায়। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে দ্রুত স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তারা।সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

৬৯,০০০ টাকা

● প্রথম পাতার পর

(ডিএ) বেসিক বেতনের সঙ্গে যুক্ত করার এবং একই তারিখ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।কেন্দ্র কোন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর গ্রহণ করবে, তার উপরই চূড়ান্ত বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করবে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি ২.৫-এর বেশি হতে পারে। যদিও কিছু কর্মী সংগঠন ৩.১৫ ফ্যাক্টরের দাবিও জানিয়েছে।কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী গত মার্চে সংসদে জানান, অষ্টম বেতন কমিশন বেতন, ভাতা, পেনশনসহ অন্যান্য সুবিধা নিয়ে সুপারিশ করবে এবং ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৮ মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আহত মা

● প্রথম পাতার পর

(পিতা: জয় কৃষ্ণ দাস)। তাঁর বাড়ি সোনামুড়ার ঠাকুরমুরা এলাকায়। দুর্ঘটনার সময় টমটমে যাত্রী হিসেবে ছিলেন সোনামুড়া আরালিয়ার বাসিন্দা সেলিনা আক্তার এবং তাঁর চার বছরের শিশু পুত্র মোহাম্মদ সামি। দুর্ঘটনায় তারা দুজনেই গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার পর স্থানীয় দুই যুবক শাকিল ও মনির দ্রুত এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে শিশুটিরও মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সোনামুড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত যানবাহন দুটি উদ্ধারের কাজ শুরু করে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

গিরিডিহে টোল প্লাজার কাছে তিন ট্রাকের সংঘর্ষে অগ্নিকাণ্ড, জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু ২

গিরিডিহ (ঝাড়খণ্ড), ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ জেলায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। বৃহস্পতিবার সকালে ডুমরি থানার অন্তর্গত কুলগো টোল প্লাজার কাছে তিনটি ট্রাকের সংঘর্ষের পর আগুন লেগে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাগোদর দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি ট্রাকে ধাক্কা মারে। প্রথমে একটি স্থির ট্রাককে ধাক্কা দিয়ে সেটিকে ঠেলে সামনে থাকা কয়লা বোঝাই আরেকটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়।

সংঘর্ষের পরপরই ট্রাকগুলির কেবিনে আগুন লেগে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে ভিতরে আটকে পড়া এক চালক ও এক খালাসি বেরোতে না পেরে জীবন্ত দগ্ধ হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে স্থানীয়রা চেষ্টা করেও কাছে গিয়ে উদ্ধারকাজ করতে পারেননি।

ঘটনায় দুটি ট্রাক সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর একটি ট্রাক আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে ডুমরি থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে দগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়।

এদিকে, অন্য একটি ট্রাকের চালক গুরুতর জখম হন। স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে ডুমরি রেফারাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ডুমরি এসডিপিও সুমিত প্রসাদ জানিয়েছেন, মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত গতি ও গাফিলতিই এই দুর্ঘটনার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত যান সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্বালিয়র—দিল্লি—বেঙ্গালুরু রুটে নতুন উড়ান শুরু করবে আকাসা এয়ার: সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): শীঘ্রই গ্বালিয়রকে দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর সঙ্গে যুক্ত করে নিয়মিত বিমান পরিষেবা চালু করতে চলেছে আকাসা এয়ার। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া।

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ এক পোস্টে তিনি জানান, গ্বালিয়রের রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া বিমানবন্দর থেকে গ্বালিয়র—দিল্লি—বেঙ্গালুরু এবং বেঙ্গালুরু—দিল্লি—গ্বালিয়র রুটে এই নতুন পরিষেবা চালু হবে। এর ফলে গ্বালিয়র-চম্বল অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত হবে এবং যাত্রীরা বড় শহরগুলিতে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে পৌঁছাতে পারবেন।

সিন্ধিয়া বলেন, এই পরিষেবা চালু হলে বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। তিনি আরও জানান, আধুনিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে এই অঞ্চলকে জাতীয় স্তরের বিমান পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্য এখন বাস্তব রূপ নিতে চলেছে, যা গ্বালিয়রের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে বিমান জ্বালানির দাম বৃদ্ধির জেরে আকাসা এয়ার সম্প্রতি তাদের উড়ানে জ্বালানি সারচার্জ আরোপের ঘোষণা করেছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই সারচার্জ ১৯৯ টাকা থেকে ১,৩০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উড়ান উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

উল্লেখ্য, এই সারচার্জ ২০২৬ সালের ১৫ মার্চ রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে বুক করা সমস্ত টিকিটের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। তবে তার আগে বুক করা টিকিটের উপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বক্সনগরে সাংবাদিক প্রভাত ঘোষের ওপর দুষ্কৃতীদের হামলা, গুরুতর জখম অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: ফের দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হলেন ভয়েস অফ মিডিয়ার রাজ্য কমিটির পদাধিকারী তথা বক্সনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রভাত ঘোষ। ঘটনাটি ঘটেছে বক্সনগরের কমলনগর এলাকায়। অভিযোগ, একদল মুখোশধারী দুষ্কৃতী বাইক আটকে প্রভাত ঘোষের ওপর সংঘবদ্ধ হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাঁর ওপর এলোপাথাড়ি মারধর করে, ফলে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কমলনগর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

আক্রান্ত প্রভাত ঘোষ জানিয়েছেন, পরিকল্পিতভাবে বাইক আটকে তাঁকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। যদিও হামলার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

নববর্ষের প্রথম দিনেই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়

আগরতলা, ১৫ এপ্রিল: বাংলা নববর্ষের পুণ্যলগ্নে ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্র মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির-এ ভোর থেকেই ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। নতুন বছরের সূচনায় দেবীর আশীর্বাদ লাভের আশায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে অসংখ্য ভক্ত সমবেত হন এই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে।

সকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় ক্রমশ বেড়ে ওঠে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভক্তরা ধৈর্য সহকারে দেবী দর্শনের অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অনেকেই পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়ে নতুন বছরের মঙ্গল কামনায় পূজা-অর্চনা করেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভক্তদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। নববর্ষ উপলক্ষে মন্দির চত্বর জুড়ে ছিল ভক্তিমূলক পরিবেশ ও উৎসবের আবহ।

বিহারে মদ নিষেধাজ্ঞা আইন পুনর্বিবেচনার দাবি জোরদার, এনডিএ-র ভেতরেই চাপ বাড়ছে

পাটনা, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): বিহারে প্রায় এক দশক আগে চালু হওয়া মদ নিষেধাজ্ঞা আইন নিয়ে আবারও রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী-র নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের পরই এনডিএ জোটের ভেতর থেকেই এই আইন পুনর্বিবেচনার দাবি উঠেছে।

এনডিএ-র শরিক রাষ্ট্রীয় লোক মোরচার বিধায়ক মাধব আনন্দ বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মদ নিষেধাজ্ঞা নীতির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার দাবি জানান। পরে তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করলেই সমস্যার সমাধান হয় নাএর পাশাপাশি সচেতনতা প্রচার ও নেশামুক্তি কর্মসূচিও জরুরি।

তিনি বলেন, "আইন কার্যকর হওয়ার ১০ বছর হয়ে গেছে। এখন সময় এসেছে গুরুত্ব সহকারে এর পর্যালোচনা করার।"

বিধায়ক আরও জানান, তিনি বিধানসভায় বারবার এই বিষয়টি তুলেছেন এবং অনেক বিধায়ক অনানুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দাবিকে সমর্থন করেছেন, যদিও কেউ কেউ বিরোধিতাও করেছেন। "বিধানসভার ভেতরে যেমন দৃঢ়ভাবে বিষয়টি তুলেছি, বাইরেও তেমনই বলছিএই নীতির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন," তিনি বলেন।

মাধব আনন্দ রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতির দিকেও ইঙ্গিত করেন। তাঁর মতে, উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী আর্থিক সংস্থান প্রয়োজন এবং নিষেধাজ্ঞার ফলে সেই রাজস্বে প্রভাব পড়ছে। "বর্তমান পরিস্থিতি বিহারের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। উন্নয়নের জন্য রাজস্ব গুরুত্বপূর্ণতাই সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে," তিনি বলেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই দাবি এনডিএ জোটের ভেতর থেকেই উঠছে। মাধব আনন্দ জানান, তিনি নিজের সরকারকেই বিষয়টি বিবেচনার জন্য বলেছেন।

এর আগে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর নেতা অনন্ত সিং-ও একই ধরনের দাবি তুলেছিলেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-এর আমলে চালু হওয়া এই মদ নিষেধাজ্ঞা আইন বিহারের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কিত। সমর্থকদের মতে, এটি মদ্যপান কমাতে ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে। অন্যদিকে সমালোচকরা অবৈধ মদের ব্যবসা, আইন প্রয়োগের জটিলতা এবং রাজস্ব ক্ষতির মতো সমস্যার কথা তুলে ধরছেন।

তবে পুনর্বিবেচনার দাবি জোরদার হলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন রাজ্য সরকারের উপরই নির্ভর করছে।

হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে এমসিসি লঙ্ঘনের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবির-এর বিরুদ্ধে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট (এমসিসি) লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে।

দল সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরে ই-মেল করে এই অভিযোগ জানানো হয়েছে, যার একটি কপি আইএএনএস-এর কাছেও রয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, হুমায়ুন কবির প্রকাশ্যে দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন, যার মধ্যে রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। অভিযোগের সঙ্গে কবীরের একটি সাংবাদিক বৈঠকের ভিডিও ক্লিপও জমা দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁকে ওই ধরনের মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের।

তৃণমূলের বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্য এমসিসি-র সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যেখানে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আক্রমণ, কুৎসা রটনা বা শালীনতা-বিরোধী মন্তব্য করা নিষিদ্ধ।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে, কবীরের এই মন্তব্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ৩৫৬, ৩৫১ এবং ১৭৪ ধারারও লঙ্ঘন।

তৃণমূল নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছে, হুমায়ুন কবির-এর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হোক, অবিলম্বে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হোক এবং কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূল একটি ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করেছিল যে কবীর বিজেপির সঙ্গে ১,০০০ কোটি টাকার চুক্তি করেছেন, যাতে আসন্ন দুই দফার বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট বিভক্ত হয়।

তবে হুমায়ুন কবির এই ভিডিওটিকে ভুয়ো ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি বলে দাবি করেছেন। বিজেপিও এমন কোনও সমঝোতার কথা অস্বীকার করেছে।

এদিকে, ভিডিও প্রকাশের পর আসাদুদ্দিন ওয়াইসি-এর নেতৃত্বাধীন এআইএমআইএম কবীরের দলের সঙ্গে পূর্বঘোষিত জোট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নববর্ষে লক্ষী নারায়ণ বাড়িতে ছিল দর্শনার্থীদের ভিড়

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: আজ পয়লা বৈশাখ। বাংলা ক্যালেন্ডারে প্রথম দিন। আজকের দিন বাঙালির কাছে উৎসব স্বরূপ। এদিন নববর্ষ উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবছরও সকাল সকাল আগরতলা লক্ষী নারায়ণ বাড়িতে হালখাতার ভিড় দেখা যায়। একই সঙ্গে ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধির জন্য লক্ষ্মী গণেশের পুজো করালেন অনেকেই।

সকাল থেকেই আগরতলা লক্ষী নারায়ণ বাড়ির চত্বরে উপচে পড়া ভিড় ছিল সাধারণ মানুষের। পাশাপাশি ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি কামনায় খাতা পুজোর জন্যও দর্শনার্থীদের ভিড়। পরিবারের মঙ্গল কামনায় কেউ পুজো দিচ্ছেন, কেউ আবার ব্যবসার উন্নতির জন্য পূজো দিয়ে খাতা ছুঁইয়ে ব্যবসা শুরু করতে চান।

তাছাড়া, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে লক্ষী নারায়ণ মন্দিরের সামনে মেলা শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছেন।

বাংলা নববর্ষে ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল:: বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলার কলেজ টিলা আগরতলা ক্লাবে দুস্থ মানুষের মধ্যে অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে অন্নসেবা এবং বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় জানান, প্রতিবছরই বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দুস্থদের জন্য অন্ন ও বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই ধারাবাহিকতায় এবছরও কলেজ টিলা আগরতলা ক্লাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এনসিসি ক্যাডেটদের কম্বাইন্ড বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আগামীকাল সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: ১৩- ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি ক্যাডেটদের কম্বাইন্ড বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরের অঙ্গ হিসেবে আজ শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাস প্রাঙ্গণে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করা হয়। ৩৫-আসাম রাইফেলস ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে এই অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করা হয়। গত ৯ এপ্রিল থেকে এই এনসিসি ক্যাডেটদের কম্বাইন্ড বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। শিবিরে মোট ৪৭২ জন বালক ও বালিকা ক্যাডেট অংশ নেয়। এই অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে ৩৫-আসাম রাইফেলস-এর আধিকারিক ও জওয়ানগণ ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দেন।

অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় ১৩-ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি"র কর্ণেল এন এস বাথ বলেন, দেশ মাতৃকার নিরাপত্তা ও অখন্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে আজ এনসিসি ক্যাডেটদের বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র চালানোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শিবির চলাকালীন সময়ে ক্যাডেটদের দেশপ্রেম, দেশের একতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সততা-নিষ্ঠা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, মাদকের অপব্যবহার, সমাজসেবা, সাংস্কৃতিক চর্চা, পরিবেশ ভাবনা, ম্যাপ রিডিং, যোগা, পিটি, ড্রিল, মিলিটারি ট্রেনিং, সাইবার অপরাধ, বিতর্ক, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, ফায়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া ক্যাডেটদের এলবার্ট এক্কা পার্ক, হেরিটেজ পার্ক ও আখাউড়া চেকপোস্ট পরিদর্শন করানো হয়। এছাড়াও পক্সো আইন নিয়ে আলোচনা করেন ডা. এস গুপ্তা এবং কিক বক্সিং-এর প্রশিক্ষণ দেন মুক্তা দেবনাথ। দেশি ও বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনের মধ্যে রয়েছে ৯ এমএম পিস্তল, ৭.৬২ এমএম এ কে ৪৭ রাইফেল, এইচ আর বিনো, গান মেশিন ৭.৬২ এমএম, ৫১ এমএম এম ও আর, ৮৪ এমএম রকেট লঞ্চার, ৫.৫৬ এমএম এলএমজি, এসবি ডব্লিউসি-০১ বডি ওয়ার্ম ক্যামেরা সিস্টেম, রাইফেল ৫.৫৬ এমএম এক্সক্যালিভার, স্পোটার্স কোপ প্রভৃতি। আগামীকাল এই প্রশিক্ষণ শিবির সমাপ্ত হবে।

ঊনকোটি জেলায় পেট্রোল, ডিজেল ও এল.পি.জি.-র সরবরাহ স্বাভাবিক: জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ এপ্রিল: ঊনকোটি জেলায় পেট্রোল, ডিজেল ও এল.পি.জি.-র সরবরাহ বর্তমানে স্বাভাবিক ও নিয়মিত রয়েছে। বিভিন্ন তেল ও বিপণন সংস্থার মাধ্যমে জেলায় প্রয়োজনীয় জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করা হয়েছে এবং কোথাও কোনও ঘাটতি নেই। ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবার অবগতির জন্য জানানো হয়েছে যে, সম্প্রতি কিছু ক্ষেত্রে গুজব ও ভ্রান্ত তথ্যের কারণে মানুষের মধ্যে অযথা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সবাইকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে, পেট্রোল পাম্প ও এল.পি.জি. ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে এবং আগামী দিনগুলিতে এই সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় থাকবে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল পেট্রোল পাম্প মালিক ও এল.পি.জি. ডিস্ট্রিবিউটরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা নিয়মিত সরবরাহ বজায় রাখেন এবং কোনও প্রকার অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত না হন। কোনও অনিয়ম লক্ষ্য করা গেলে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনসাধারণকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জ্বালানি মজুত করা থেকে বিরত থাকতে, গুজব বা ভ্রান্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আতঙ্কিত না হতে, কোনও অনিয়ম লক্ষ্য করলে নিকটস্থ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনও পরিস্থিতির উপর সর্বদা নজর রাখছে এবং জনসাধারণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলছে।

লাইট হাউস প্রকল্পের সাইট পরিদর্শনে নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে গত ১৪ এপ্রিল, ২০২৬ আগরতলার লাইট হাউস প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তার সাথে উপস্থিত ছিলেন টুডার কমিশনার মিহির কান্তি গোপ, স্মার্ট সিটি-র সি.ই.ও. ড. গুগুলাবথ শরথ নায়ক এবং মেসার্স মিটসুমি হাউজিং প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিনিধি ও টুডার প্রকৌশলীগণ।

উল্লেখ্য, লাইট হাউস প্রকল্পে মোট ৭টি ব্লক তৈরি হবে, যা এখন নির্মাণাধীন রয়েছে। পরিদর্শনকালে নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করতে বলেন। বিশেষ করে ব্লক-এ. ও ব্লক এফ.-কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দুই ব্লকের সুপার স্ট্রাকচারের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এই দুই ব্লকের কাজ মে, ২০২৬-এর মধ্যে শেষ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি বাকি পাঁচটি ব্লকের কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

তরমুজের আড়ালে দেড় কোটি টাকার নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার

চুরাইবাড়ি, ১৬ এপ্রিল: বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই বড়সড় সাফল্য পেল অসম পুলিশের শ্রীভূমি জেলা শাখা। অসম—ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টে অভিযান চালিয়ে তরমুজ বোঝাই একটি লরি থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপের কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক দেড় কোটি টাকা বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভোরে চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে ৮ নম্বর আসাম—আগরতলা জাতীয় সড়কে নিয়মিত নাকা তল্লাশি চলছিল। সেই সময় এএস২৬এসি১১০২ নম্বরের একটি ছয় চাকার লরি সন্দেহজনকভাবে সেখানে পৌঁছায়। আগে থেকেই গোপন সূত্রে তথ্য থাকায় পুলিশ লরিটিকে থামিয়ে তল্লাশি শুরু করে।

তল্লাশির সময় সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। লরির উপরে তরমুজ বোঝাই থাকলেও তার নিচে অত্যন্ত কৌশলে লুকিয়ে রাখা ছিল ৯৫টি কার্টুন ভর্তি নিষিদ্ধ কফ সিরাপ 'এস্কাফ'। প্রতিটি কার্টুনে ১৫০টি করে বোতল থাকায় মোট ১৪,২৫০ বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় লরির চালক নজরুল ইসলাম এবং সহচালক মুসলেম মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চালকের বাড়ি অসমের বরপেটা জেলায় এবং সহচালকের বাড়ি ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর এলাকায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে শ্রীভূমি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনির্বাণ শর্মা জানান, রুটিন তল্লাশির সময়ই এই সাফল্য আসে এবং উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপ গুয়াহাটি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আন্তঃরাজ্য পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি লরির মালিককেও সমন পাঠানো হবে এবং কোথা থেকে এই মাদকদ্রব্য লোড করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী বৃহস্পতিবার ধৃতদের শ্রীভূমি জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

অসম পুলিশের এই সফল অভিযানে আবারও প্রমাণ মিলেছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচার রুখতে তারা কতটা সক্রিয়। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কফিনবন্দী সাংবাদিকের মরদেহ ফিরলো রাজ্যে, চোখের জলে শেষ বিদায় জানালেন সহকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: অমরপুরে কর্মরত সাংবাদিক প্রদীপ দেবনাথের কফিনবন্দী মরদেহ আজ দুপুরের বিমানে শিলিগুড়ি থেকে আগরতলায় এসে পৌঁছেছে। আগরতলা বিমানবন্দরে কফিনবন্দী মরদেহ গ্রহণ করেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ এবং কোষাধ্যক্ষ সুভাষ ঘোষ সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

আগরতলা বিমানবন্দরে মরদেহ গ্রহণ করে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নেতৃবৃন্দ। বিমানবন্দর থেকে মরদেহ নিয়ে আসা হয় আগরতলা প্রেসক্লাবে। আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সম্পাদক রমাকান্ত দে, স্যন্দন পত্রিকার ডিরেক্টর অভিষেক দে সহ অন্যান্যরা মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সেখান থেকে মৃতদহ নিয়ে যাওয়া হয় উদয়পুরে। উদয়পুরের প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ প্রয়াত সাংবাদিকের মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখান থেকে মরদহ নিয়ে যাওয়া হয় অমরপুর প্রেস ক্লাবে। সেখানে প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ এবং ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখান থেকে তার মরদহ নিয়ে যাওয়া হয় নিজ বাড়িতে। আত্মীয় পরিজন এলাকাবাসী এবং সহকর্মী সাংবাদিকদের চোখের জলে সেখানেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য গত ১৪ এপ্রিল প্রদীপ দেবনাথ নামে ওই সাংবাদিক নেপালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে যান। শিলিগুড়ি থেকেই রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। ১৫ এপ্রিল ভোরে সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে প্রদীপ। অমরপুর থেকে ছুটে যান তার বৃদ্ধা মা ভাই সহ অন্যান্যরা। মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার মত আর্থিক সংস্থান না থাকায় ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানায় সরকারি উদ্যোগে মরদেহ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। সাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার মরদেহ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে।

নববর্ষে মাছ, মাংস, দই ও মিষ্টির চাহিদা ছিল তুঙ্গে

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: বাঙালির বর্ষপরিক্রমার প্রথম এবং অন্যতম প্রধান উৎসব নববর্ষবরণ। বঙ্গাব্দের সূচনাকে ঘিরে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে বাঙালির ঘরে ঘরে থাকে বিশেষ আয়োজন। অনেকের বিশ্বাস, বছরের প্রথম দিনটি ভালো কাটলে সারা বছরই ভালো কাটবে। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারে মাছ, মাংস, দই এবং নানান রকমের মিষ্টির চাহিদা বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সকাল থেকেই বাজারগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ইলিশ মাছের প্রতি আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। ব্যবসায়ীরা জানান, আগরতলা সহ রাজ্যের প্রায় প্রতিটি বাজারেই ইলিশের পাশাপাশি অন্যান্য মাছ ও মাংস দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে বিক্রি হওয়া ইলিশের ওজন সাধারণত দেড় কেজি থেকে দুই কেজির মধ্যে। প্রতি কেজি ইলিশ মাছের দাম প্রায় ১৫০০ টাকা বলে জানা গেছে। নববর্ষ উপলক্ষে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ, মাংস ও মিষ্টি সরবরাহ রয়েছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। উৎসবের আমেজে জমে উঠেছে আগরতলার বাজারগুলি।

শুরু হল ঐতিহ্যবাহী মহামুনি বুদ্ধমেলা, চলবে ৫ দিন

শান্তিরবাজার, ১৬ এপ্রিল: অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী মহামুনি বুদ্ধমেলা। শান্তির বাজার মহকুমার মহামুনি এলাকায় টানা ১১২ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই প্রাচীন মেলা, যা স্থানীয়দের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণ।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও বাংলা বছরের শেষ দিন থেকে শুরু হয়ে ৫ দিনব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে এই মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে দোকানদার ও দর্শনার্থীদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মহামুনি বুদ্ধ মেলা কমিটির উদ্যোগে এ বছরের মেলার আয়োজন করা হয়েছে এবং বাংলা বছরের শেষ দিনেই আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার সূচনা করা হয়।

মেলাকে ঘিরে প্রতিদিন রাতেই আয়োজন করা হচ্ছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মহকুমা ও রাজ্যের নানা প্রান্তের প্রতিভাবান শিল্পীদের অংশগ্রহণে জমে উঠছে এই সাংস্কৃতিক পর্ব।

বৃহস্পতিবার মেলাপ্রাঙ্গণে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মেলা কমিটির উদ্যোক্তারা জানান, এ বছর ১১২তম বারের মতো এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং অন্যান্য বছরের মতো এবারও ৫ দিনব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই মেলা। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, কিছু মহল থেকে ভুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে এ বছর মেলা মাত্র ৩ দিনব্যাপী হবে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 17-04-2026, 01:50

অঙ্গন

ইরান অবশ্যই বিশ্বকাপে খেলবে ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি বিবৃতিতে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। 'শত্রু' দেশে দল পাঠাবে না জানিয়ে ভেন্যু বদলানোর দাবি জানায় ইরান। যদিও ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করছেন। গতকাল বুধবার সম্প্রচারক সংস্থা সিএনবিসি আয়োজিত অর্থনৈতিক সম্মেলনেও একই কথা বলেছেন ইনফান্তিনো।

ফিফা সভাপতি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি চললেও ইরান নিশ্চিতভাবেই ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশ নেবে। তাঁর ভাষায়, 'ইরান অবশ্যই (বিশ্বকাপে) আসবে। আমরা আশা করি, তখন পরিস্থিতি শান্ত থাকবে, তাতে সবার জন্যই ভালো হবে।'

ইরানের বিশ্বকাপ খেলার যৌক্তিকতা তুলে ধরে ইনফান্তিনো আরও বলেন, 'ইরানকে আসতেই হবে। তারা তাদের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, তারা যোগ্যতা অর্জন করেছে, খেলোয়াড়েরাও খেলতে চায়। খেলাধুলা রাজনীতির বাইরে থাকা উচিত। যদি অন্য কেউ সেতুবন্ধ তৈরি ও তা ধরে রাখার বিশ্বাস না রাখে, তবে আমরা সেই দায়িত্বটাই পালন করব।'

গত মার্চেও একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ইনফান্তিনো। তুরস্কের আনতালিয়ায় ইরান-কোস্টারিকা প্রীতি ম্যাচ দেখতে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন তিনি। সে সময় ভেন্যু পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে ইনফান্তিনো বলেছিলেন, 'না, না। ড্র অনুযায়ী যেখানে খেলার কথা, সেখানেই ম্যাচগুলো হবে।'

ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল দেশটির ওপর হামলা চালানোর পর। ইরান শুরুতে টুর্নামেন্টটি 'বয়কট' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমন অনিশ্চয়তার মাঝে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে ইরানি খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার ইঙ্গিত দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ইরান জাতীয় ফুটবল দলকে বিশ্বকাপে স্বাগত। কিন্তু তাদের নিজেদের জীবন ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করলে সেখানে থাকা তাদের জন্য উপযুক্ত হবে বলে আমি সত্যিই মনে করি না।'

ট্রাম্পের এই বক্তব্যের পর পরিস্থিতি বেশ ঘোলাটে হয়ে ওঠে। এরপরই ২০২৬ বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানায় ইরান। যদিও ফিফা সূচি ও ভেন্যু পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই ইরানের খেলার নিশ্চয়তা দেয়। এই অবস্থান এখনো ধরে রেখেছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

এদিকে ইরানে কয়েক সপ্তাহের বিমান হামলা এবং এর জবাবে ইসরায়েলসহ সে অঞ্চলের অন্যান্য দেশে ইরানের পাল্টা হামলার পর ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। তবে তেহরান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে গত সোমবার থেকে ইরানি বন্দরগামী বা সেখান থেকে আসা জাহাজগুলোর ওপর অবরোধ আরোপ করেছে ওয়াশিংটন।

আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। সূচি অনুযায়ী, ১৫ জুন ক্যালিফোর্নিয়ায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইরান। এরপর ২১ জুন একই ভেন্যুতে তাদের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম এবং গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি তারা খেলবে ২৬ জুন সিয়াটলে মিসরের বিপক্ষে।

বিনোদ কাম্বলির শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ ! রয়েছে ব্রেন স্ট্রোকের আশঙ্কা, জানালেন বন্ধু মার্কাস কাউটো

প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলির শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ২০২৪ সালে ৫৪ বছরের প্রাক্তন ক্রিকেটারের মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধে। সে সময় ঠাণের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। বুধবার কাম্বলির বন্ধু মার্কাস কাউটো জানান, তিনি সেরে উঠছেন, কিন্তু এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। কাম্বলির মস্তিষ্কে এখনও রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি রয়েছে।একটি প্রতিবেদনে মার্কাস বলেন, "আমি কাম্বলির বন্ধুদের যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ক্রিকেটার, তাঁদের নিয়ে একটি হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছি। তাঁরা আর্থিক ভাবে প্রচুর সাহায্য করছেন। কাম্বলির স্মৃতিশক্তি ক্রমশ কমে যাচ্ছে, তবে গত ছ'মাসে খুব একটা অবনতি হয়েনি। তিনি অনেক কিছুই মনে রাখতে পারছেন না। কিন্তু কোনও বিষয় যদি তাঁর মাথায় থেকে যায়, সেটা তখন মনে করতে পারেন। না হলে পরিস্থিতি তাঁর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।" তাঁর সংযোজন, "কাম্বলির মস্তিষ্কে একটি রক্ত জমাট বেঁধেছে। এখন সেটার অস্ত্রোপচার করা সম্ভব নয় কারণ তিনি আগের থেকে কোনও সতর্কতা অবলম্বন করেননি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওঁর ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে কাম্বলি যতটা সম্ভব লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।"কাম্বলির শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে বিখ্যাত নিউরোসার্জন আদিল চাগলা বলেন, "পরবর্তী ধাপ হতে পারে ব্রেন স্ট্রোক। কাম্বলি মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু মাঝেমধ্যে পথচারীদের কাছে ধূমপানের জন্য সাহায্য চান। তিনি অটো চালকদের কাছ থেকে সিগারেট চান, আর তাঁরাও 'বিনোদ কাম্বলি'-কে সাহায্য করছেন ভেবে আনন্দে দিয়ে দেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন না, এর ফলে কাম্বলির কী মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। ওঁর শরীরের ক্ষতি এখন আর হৃদিণ্ড, লিভার বা কিডনিতে আটকে নেই। ক্ষতিটা হচ্ছে মস্তিষ্কে। এর ফলে তাঁর শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।"ভারতের হয়ে ন'বছর ক্রিকেট খেলেছেন কাম্বলি। ১৭টি টেস্টে ১০৮৪ ও ১০৪টি এক দিনের ম্যাচে ২৪৭৭ রান করেছেন তিনি। টেস্টে চারটি ও এক দিনের ক্রিকেটে দু'টি শতরান রয়েছে তাঁর। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১২৯টি ম্যাচে ৯৯৬৫ রান রয়েছে এই বাঁহাতি ব্যাটারের। ৩৫টি শতরান করেছেন তিনি। মার্কাস এবং কাম্বলি একসঙ্গে ক্রিকেট খেলেছেন। এক সময় আম্পায়ারিংও করেছেন মার্কাস। এক সময় ভারতের সবচেয়ে প্রতিভাবান ক্রিকেটার বলা হত কাম্বলিকে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জীবন ক্রমশ ক্রিকেট থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত জীবনেও বার বার বিতর্কে জড়িয়েছেন কাম্বলি।

৩২ বছরেই অবসর অ্যাক্সেলসেনের ! ১৮০ সপ্তাহ বিশ্বের এক নম্বরে থাকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হার মানলেন চোটের কাছে

মাত্র ৩২ বছর বয়সেই অবসর ঘোষণা করে দিলেন ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন। দু'বারের অলিম্পিক্স সোনাজয়ী ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় বেশ কিছু দিন ধরে চোট-আঘাতে ভুগছিলেন। চোটে জর্জরিত হয়েই পেশাদার খেলোয়াড়জীবনে ইতি ঘোষণা করলেন অ্যাক্সেলসেন। দু'বার করে অলিম্পিক্স, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ এবং অল ইংল্যান্ড খেতাব জিতেছেন তিনি। অ্যাক্সেলসেনের অবসরের সিদ্ধান্ত বিস্মিত করেছে ব্যাডমিন্টন মহলকে। তিনি জানিয়েছে, পুরনো চোট বার বার সমস্যা তৈরি করাতেই খেলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। চিনের প্রাক্তন খেলোয়াড় লিন ডান ছাড়া অ্যাক্সেলসেনই একমাত্র ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় যিনি অলিম্পিক্স খেতাব ধরে রাখতে পেরেছেন। শেষ দু'টি অলিম্পিক্সে পুরুষদের সিঙ্গলসে সোনা জেতেন অ্যাক্সেলসেন। গত বছর অক্টোবরে ফরাসি ওপেনে শেষ খেলেন অ্যাক্সেলসেন। তার পর থেকে চোটের জন্য কোর্টের বাইরে ছিলেন ডেনমার্কের খেলোয়াড়। অবসর ঘোষণা করে অ্যাক্সেলসেন বলেছেন, "এই দিনটা আমার জন্য মোটেও সহজ নয়। পিঠের চোট বার বার সমস্যা করছে। এ ভাবে অনুশীলন এবং সর্বোচ্চ স্তরে খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এন্ডোস্কোপিক অস্ত্রোপচার করিয়েছি। প্রচুর ইঞ্জেকশন নিয়েছি। অনুশীলনের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছি। ব্যথা কমানোর জন্য যা যা করা সম্ভব, সব করেছি। চিকিৎসকেরা আমাকে শরীর এবং স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বিষয়টা মেনে নেওয়া খুব কঠিন ছিল। কিন্তু এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি, শরীর আমাকে আর খেলা চালিয়ে যেতে দিচ্ছে না।"

২০২০, ২০২৪ অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী অ্যাক্সেলসেন ২০১৬ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পান। ২০১৭ এবং ২০২২ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতেন। ব্রোঞ্জ পান ২০১৪ সালে। এ ছাড়া ২০২০ এবং ২০২২ সালে জিতেছেন অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিটি সুপার ১০০০ খেতাবও জিতেছেন তিনি। ১৮০ সপ্তাহের বেশি বিশ্বের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন অ্যাক্সেলসেন।

২৫ কোটি দাম দেখে দল বাছা বন্ধ করুক কেকেআর ! গ্রিনকে ছাঁটাইয়ের দাবি

চলতি আইপিএলে একেবারেই নজর কাড়তে পারছেন না তিনি। প্রতিটি ম্যাচেই ব্যর্থ হচ্ছেন। তাঁর ২৫.২০ কোটি দাম নিয়েও নিরন্তর চলছে সমালোচনা। আরও এক বার সেই ক্যামেরন গ্রিনকে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়ার দাবি উঠল। অস্ট্রেলিয়ারই প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যারন ফিঞ্চ মনে করেন, দাম দেখে প্রথম একাদশ নির্বাচন এ বার বন্ধ করুক কেকেআর।

চলতি আইপিএলে পাঁচটি ম্যাচের চারটিতেই হেরেছে কেকেআর। বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ থেকে একটি পয়েন্ট জুটেছে তাদের। প্রতি ম্যাচেই হয় বোলিং, না হয় ব্যাটিং মুখ থুবড়ে পড়ছে। কেকেআরের দল নির্বাচন এবং কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ফিঞ্চ। তাঁর মতে, দলের ভারসাম্যকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার।

ফিঞ্চ বলেছেন, "দুই স্পিনারের সামনে গ্রিন মাত্র একটা বল টিকল। স্পিনারদের সামনে ব্যাট করতে নামা ওর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। বিশেষ করে রান তাড়ার সময়ে। মনে হয় না দাম দেখে কাউকে দলে নেওয়া উচিত। আপনি যে ধরনের দক্ষতা চাইছেন সেটা পূরণ করাই নিলামে আসল কাজ। কাউকে বেশি দাম দিয়ে কিনেছি মানে তাকে খেলাতেই হবে এমনটা একদমই হওয়া উচিত নয়।"

মঙ্গলবার চেন্নাই ম্যাচে গ্রিনকে ছ'নম্বরে নামিয়েছিল কেকেআর। এত নীচে নামানোর জন্যও অজিঙ্ক রাহানেদের তুলোধনা করেছেন ফিঞ্চ। তাঁর কথায়, "ও নিজের অপছন্দের জায়গায় খেলেছে। ওর জায়গা সব সময় টপ অর্ডারে হওয়া উচিত। মনে হয় না ছয়ে নেমে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ও আহামরি কোনও ইনিংস খেলেছে। আপনার কাছে টিম সেইফার্টের মতো বিশেষজ্ঞ ওপেনার রয়েছে। তাকে বসিয়ে রেখেছেন। টি-টোয়েন্টিতে চোটের জন্য সাম্প্রতিক কালে বেশি ম্যাচই খেলেনি গ্রিন।

NOTIFICATION FOR SELECTION / ENGAGEMENT OF 01 (ONE) SENIOR RESIDENT SHIP

Interview/ viva voce for selection /engagement of 1 year Senior Resident Ship in different disciplines of A.G.M.C & G.B.P Hospital from the In-service (regular) Medical Officer of Tripura Health Services serving under the Health & Family Welfare Department, Govt. of Tripura is scheduled to be held w.e.f 18-04-2026 to 22-04-2026 at A.G.M.C, Agartala, West Tripura. Further details of the interview schedule is available at Office of the Directorate of Medical Education, Agartala,West Tripura & also available in https:// agmc.ac.in || https:// health.tripura.gov.in || https:/ / dme.tripura.gov.in.

ICA/D-51/26

Prof. (Dr) H.P. Sarma
Director of Medical Education
Government of Tripura, Agartala, West Tripura

বিএসটিকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে কসোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরতে সক্ষম হয়েছে কসমোপলিটন ক্লাব। গত ম্যাচে জেসিসি-এর কাছে আট উইকেটে হেরে জয়ের ধারায় ছন্দপতন ঘটলেও আজ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ২৩ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি-কে পরাজিত করে কসমোপলিটন তৃতীয় জয় হাসিল করে নিয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাব যথাক্রমে ছয় উইকেট এর ব্যবধানে মৌচাককে এবং পাঁচ উইকেট এর ব্যবধানে হার্ভে ক্লাবকে পরাজিত করেছিল। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সকালে কসমোপলিটন ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে তন্ময় দাস সর্বাধিক ৬৩ রান পায় ৪৩ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। তন্ময় দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। সতীর্থ দ্বীপ দেব ১২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ২৮ রানে অপরাজিত থাকে। ইউনাইটেড বিএসটি-র দেবজিত দেবনাথ ও অধিনায়ক কৃতি দীপ্ত দাস দুজনে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে সায়ন লোধ সর্বাধিক ৩৪ রান পায় ১৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। ওপেনার দীপঙ্কর ভাটনগর ৩১ রান এবং অধিনায়ক কৃতিদীত্ব দাস ৩১ রান পেলেও অন্যদের ব্যর্থতাই শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। কসমোপলিটনের সংকর পাল এবং অমরেশ দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

জেসিসির বিজয় রথ থামিয়ে জয়ে ফিরেছে চলমান সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে চলমান সংঘ। তাও জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের জয়ের ধারা রুখে দিয়ে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় চলমান সংঘ ৭ উইকেট এর ব্যবধানে জেসিসি-কে পরাজিত করে জয়ে ফিরেছে প্রথম ম্যাচে হার্ভের কাছে তিন উইকেটে হেরে, দ্বিতীয় ম্যাচে মৌচাককে ২৯ রানে হারিয়ে চলমানকে পুনরায় হারতে হয়েছিল স্ফুলিঙ্গের কাছে ৭ উইকেটের ব্যবধানে। চতুর্থ ম্যাচে চলমান দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সাত উইকেটের ব্যবধানেই জেসিসি-কে হারিয়ে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে জেসিসি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত ২০ ওভারের অন্তিম বলটি বাকি থাকতে ১১৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে বিক্রম দেবনাথ সর্বাধিক ৩২ রান পায়। চলমানের অধিনায়ক দেবোত্তম ঘোষ ১৩ রানে তিনটি এবং চন্দন রায় ২২ রানে দুটি উইকেট তুলে নিতেঐ জেসিসির রান সংগ্রহে মন্দাভাব দেখা দেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে চলমান সংঘ ১৪ ওভার ৪ বল খেলে তিন উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার রাহুল সূত্রধর ৪০ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৯ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, অজিত বার্মার অপরাজিত ৩৮ রান উল্লেখ করার মতো। অজিত ২৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন। আদেশ শুক্লার ২৫ রানও উল্লেখ করার মতো।

বিলোনিয়া আন্ত স্কুল ক্রিকেটে জয়ী বিকেআই ও ঋষ্যমুখ স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় দুটি ম্যাচ। আর দিনের এই ম্যাচ দুটিতে জয় পেল বিকেআই ও ঋষ্যমুখ। বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে আয়োজিত সুচি অনুযায়ী বিকেআই মুখোমুখি হয় আমজাদনগরের। দুই দলের এই ম্যাচে আমজাদনগরকে চার উইকেটে পরাজিত করে বিকেআই। আমজাদনগর টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ৯৪ রান।আকাশ হুসেনের ১৬ রান ও চিরঞ্জিত দাসের ১৭ রানের সাহায্যে ইনিংসে ৯৪ রান তুলে আমজাদ নগর। বিকেআই এর বোলারদের মধ্যে কৌশিক নমঃ চারটি ও এবং শুভম রায় ও সুজয় পাল তিনটি করে উইকেট পেল। জবাবে জয়ের জন্য ৯৫ রানের টার্গেট নিয়ে বিকেআই ব্যাট করতে নেমে ছয় জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে নেয় প্রয়োজনীয় রান। জয়ী দলের পক্ষে কৌশিক নমঃ (৩৯), শুভম রায় (১৯) ও সায়ন শীল(১৭) ব্যাট হাতে নিয়ে অনেকটা গুরুদায়িত্ব পালন করে। আমজাদনগরের বোলারদের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় সর্বাধিক তিনটি উইকেট পেল। দিনের অপর ম্যাচে মুখোমুখি হয় ঋষ্যমুখ ও ইংলিশ মিডিয়াম। এই ম্যাচে ইংলিশ মিডিয়াম ৩৮ রানে পরাজিত করে ঋষ্যমুখ। ইংলিশ মিডিয়াম টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিলে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পায় ঋষ্যমুখ। ইনিংসে ঋষ্যমুখ চার উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৪৮ রান। তপন ঘোষের ৮৮ রানের সাহায্যেই ইনিংসে এই রান তুলে ঋষিষ্যমুখ। বিলোনিয়া ইংলিশ মিডিয়ামের বোলারদের মধ্যে অভয় দেব সর্বাধিক চারটি উইকেট পেল। জবাবে জয়ের জন্য ১৪৯ রানের টার্গেট নিয়ে ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাট করতে নেমে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১১০ রান তুলতে সক্ষম হয়। পরাজিত দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ব্যাট হাতে নিয়ে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে সন্দীপন চক্রবর্তী (২৯), অদ্রিত মজুমদার (১৮) ও অভয় দেব(১৯)। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে দীপ বৈদ্য সর্বাধিক চারটি উইকেট পেল।

বার পূজা দিয়ে ফুটবলের প্রস্তুতি শুরু লালবাহাদুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।রাজ্য ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ফুটবল মরশুম।সম্প্রতি শেষ হয়েছে কাজল স্মৃতি স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট।এবার ধারাবাহিকভাবে চলবে মহিলা লীগ ও নকআউট এবং তৃতীয় ও দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লিগ ফুটবল। এই টুর্নামেন্ট গুলি শেষ হবার পর শুরু হবে রাখাল স্মৃতি নকআউট এবং প্রথম ডিভিশন সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। রাজ্য ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি টুর্নামেন্টে আগরতলা শহরের বেশ কয়েকটি নামিদামি ফুটবল ক্লাব এবারো অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে অন্যতম হলো লাল বাহাদুর ব্যামাগার। ফুটবলের ময়দানে ফুটবলপ্রেমীদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছরই ভালো ফুটবল দল গড়ার চেষ্টা করে লাল বাহাদুর।এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। সিনিয়র ফুটবলে দর্শকদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দিতে এবছরও অনেকটা আগেই প্রস্তুতিতে নেমে পরল লাল বাহাদুরের কর্মকর্তারা।সেই লক্ষ্যে বুধবার বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে বনমালীপুর শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় ক্লাবের ফুটবল বার পূজা। এক প্রকার ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই অনুষ্ঠিত হয় এই পূজা। তাতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার ও সম্পাদক অমল দেববর্মা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। লালবাহাদরের কর্মকর্তারা এদিন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান এবারের ফুটবল মরশুমে দর্শকদের ভালো ফুটবল খেলা উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে দল গঠন করতে চলেছে লাল বাহাদুর। এবছর তাদের বাজেট প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা। প্রয়োজনে তা বাড়তে পারে বলেও জানান কর্মকর্তারা। রাজ্যের ফুটবল ময়দানে অনেকটা ঐতিহ্য রয়েছে লালবাহাদুরের। আর সেই ঐতিহ্য মেনেই এবছর গঠন করা হবে দল।

ওপিসি-কে হারিয়ে মুল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে শতদল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে শতদল সংঘ। টানা চতুর্থ জয়। ওল্ড প্লে সেন্টারকে ৭৪ রানের ব্যবধানে হারিয়ে শতদল সংঘ মূল পর্বের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শত দল সংঘ চতুর্থ ম্যাচে ৭৪ রানে ওল্ড প্লে সেন্টারকে হারিয়ে জয়ের সারণীতে অবস্থান করছে। প্রথম তিন ম্যাচে যথাক্রমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ২০৭ রানে, সংহতিকে ৫ উইকেটে এবং বিসিসি-কে ১৫০ রানে পরাজিত করেছিল। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ভিকি সাহা দুর্দান্ত ১৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে চল্লিশ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া, অরিন্দম বর্মন ৩৬ রান এবং দেব ভার্নালের তেত্রিশ রানও উল্লেখ করার মতো। ওপিসি-র দীপেন বিশ্বাস ৩০ রান ৪টি উইকেট এবং হর্ষ শর্মা ৩৫ রানে দুটি উইকেট পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শতদলকে আটকাতে পারেনি। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টারের ব্যাটার্সরা ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৭ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে হর্ষ শর্মা অপরাজিত ভূমিকায় ২৫ রান পেয়েছিল। শতদলের চিরঞ্জিত পাল, ভিকি সাহা, নিরঙ্কর শর্মা ও দেবরাজ দে প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছিলেন।

ফ্রেন্ডসকে ১০ উইকেটে হারিয়ে জয়ের সারণীতে ব্লাডমাউথ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের সারণীতে রয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। টানা চতুর্থ ম্যাচে জয়। তাও ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে ব্লাডমাউথ ক্লাব মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ভাইটাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ১০ উইকেটের ব্যবধানে একপ্রকার পর্যুদস্ত করেছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে। এর আগে ব্লাড মাউথ ক্লাব পর পর তিন ম্যাচে যথাক্রমে সংহতিকে চার উইকেটে, ওপিসিকে ৫ উইকেটে এবং পোলস্টারকে নয় উইকেটে পরাজিত করেছিল। এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ সকালে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে খেলার শুরুতে পৌনে দুই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। বেলা সোয়া দশটায় ম্যাচ শুরু হলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে নয় করা হয়। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস সীমিত নয় ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে পঞ্চাশ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মোঃ আলবাহার সর্বাধিক ২৩ রান পায়। ব্লাড মাউথ ক্লাবের অমিত আলী ২২ রানে দুটি এবং অভিজিৎ চক্রবর্তী ১১ রানী একটি উইকেট পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের শ্রীদাম পাল ও উদিয়ান বোসের ওপেনিং জুটি দুর্দান্ত মারকুটে ব্যাট চালিয়ে ১৩ বল খেলেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। শ্রীধাম ৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৩৬ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায় উদিয়ান ১৫ রানে অপরাজিত থাকে, চার বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে।

স্ফুলিঙ্গকে হারালো হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। দুর্দান্ত ব্যাটিং হার্ভের সন্দীপ সরোজের। সন্দীপ একাই যেন স্ফুলিঙ্গের বিজয় রথ থামিয়ে দিয়েছে। সাত উইকেটে দুরন্ত জয় পেয়েছে হার্ভে ক্লাব। তাও পর পর তিন ম্যাচে জয়ী হয়ে জয়ের সারণীতে থাকা স্ফুলিঙ্গ কে হারিয়ে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। সীমিত কুড়ি ওভারে ১৮৪ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে সৌরভ দাসের ৬৮ রান এবং কৌশিক গিরির ৪৭ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। সৌরভ ৩১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৮ রান পায়। হার্ভের শুভজিৎ দাস ২৬ রানে পাঁচটি এবং রানা দত্ত ৩৩ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হার্ভের সন্দীপের প্রশস্ত ব্যাট নির্ধারিত ২০ ওভার শেষ হওয়ার ৯ বল বাকি থাকতে কর্তৃত্বপূর্ণ জয় এনে দেয়। সন্দীপ পঞ্চান্ন বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৭ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া, অর্কপ্রড সিনহার চল্লিশ রান এবং অনুরাগ রঘুবংশীর ২১ রান ও উল্লেখ করার মতো।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ: বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে বিশেষ পদক্ষেপ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্দেশ দিয়েছে যে, যেসব ভোটারের নাম ট্রাইবুনাল দ্বারা বৈধ বলে স্বীকৃত হবে, তারা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

আদালত জানিয়েছে, বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়ার সময় প্রায় ৩৫ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, যা বর্তমানে আপিল ট্রাইবুনালগুলির অধীনে বিচারাধীন রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, যেসব আবেদনকারীর আপিল তাদের পক্ষে নিষ্পত্তি হবে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। তবে শর্ত হলো এই সিদ্ধান্তগুলি ২১ বা ২৭ এপ্রিল-এর মধ্যে দিতে হবে। আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে যে, এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলিকে একটি সম্পূরক সংশোধিত ভোটার তালিকার মাধ্যমে প্রতিফলিত করতে হবে।

তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সাধারণত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর তাতে নতুন নাম যুক্ত করা যায় না, ফলে আদালতের এই নির্দেশ কার্যকর করতে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হতে পারে।

আদালত তার অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যারা ট্রাইবুনালের অনুকূল রায় পাবেন, শুধুমাত্র তারাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কেবলমাত্র আপিল বিচারাধীন থাকলেই ভোট দেওয়ার অধিকার পাওয়া যাবে না।

সুপ্রিম কোর্ট আরও জোর দিয়ে বলেছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং বৈধ ভোটারদের অধিকার সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় শুধুমাত্র যাচাইকৃত ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চড়ক গাছ ভেঙে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, আহত একাধিক, একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

শান্তিরবাজার, ১৬ এপ্রিল: চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবের মাঝেই বড়সড় দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল শান্তিরবাজার মহামুনি রোড এলাকায়। চড়ক গাছ ভেঙে পড়ে আহত হলেন একাধিক ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে, যার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এলাকায় ঐতিহ্যবাহী চড়ক পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিবছরের মতো এবছরও চড়ক গাছ ঘোরানোর সময় ভিড় জমে বহু দর্শনার্থীর। উৎসবের আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যেই আচমকা ঘটে বিপত্তি। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় হঠাৎ করেই চড়ক গাছটি ভেঙে পড়ে, ফলে মুহূর্তের মধ্যে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন রাজু সেন (৪০) এবং শ্যামল মজুমদার (৫৫)। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।

ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চড়ক পূজার মতো জনবহুল অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। প্রশাসনের তরফে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

এডিসি নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট বাড়বে : দাবি প্রদেশ সভাপতির

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। একই সঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নিকট ভোট গণনা কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবিও জানান তিনি।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আশিস কুমার সাহা বলেন, নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় থেকেই বিভিন্ন স্থানে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে ভোটের আগের দিনও একাধিক এলাকায় তিপরা মথা ও ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, যা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে। এর জেরে অনেক ক্ষেত্রেই ভোটাররা নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, এডিসি নির্বাচনের আগে কমিশনের নিকট সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সংঘটিত করার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই গণনা প্রক্রিয়া যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য নির্বাচন কমিশনের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচন কমিশন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

কদমতলায় গভীর রাতে আগর গাছ চুরি, থানায় অভিযোগে ক্ষোভ স্থানীয়দের

কদমতলা, ১৬ এপ্রিল: ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কদমতলা এলাকায়। গভীর রাতে বাগান থেকে বহু মূল্যের আগর গাছ চুরির অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাগান মালিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানা গেছে, কদমতলা থানার অন্তর্গত কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সরসপুর কলোনির মহাদেব বাড়ির বাগান থেকে মঙ্গলবার গভীর রাতে চারটি আগর গাছ চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। চুরি যাওয়া গাছগুলোর আনুমানিক মূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে।

পরদিন অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের দিনে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। মূল্যবান আগর গাছ চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয়রা রাতেই কদমতলা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের সময় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল হক।

এদিন এলাকার বাসিন্দারা একসঙ্গে থানায় গিয়ে দ্রুত চোরদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান। মহাদেব বাড়ি কমিটির সম্পাদক রঞ্জিত নাথ জানান, এলাকাবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে পুলিশের কাছে ন্যায়বিচার চেয়েছেন।

কদমতলা থানার পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছে বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে এই অঞ্চলের আরও কয়েকটি আগর বাগান থেকে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তাই এ ধরনের অপরাধ রুখতে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মের সমর্থনে আগরতলায় প্রদেশ বিজেপির মিছিল

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বিলকে ঘিরে দেশজুড়ে আলোচনার আবহের মধ্যেই আগরতলায় সমর্থনে মিছিল করল প্রদেশ বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে এই মিছিলের সূচনা হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার, পাপিয়া দত্ত সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তাঁদের নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে।

উল্লেখ্য, লোকসভার বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংশোধনী বিল 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' উত্থাপন করা হয়েছে। বিলটি মহিলাদের জন্য সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব দেয়, যা দেশের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এদিন মিছিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে এই ঐতিহাসিক বিল আনা হয়েছে। তিনি জানান, বিশেষ সংসদ অধিবেশনে এই বিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং এটি দেশের নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবে। তিনি আরও বলেন, নারীদের পিছনে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়এই উপলব্ধি থেকেই প্রধানমন্ত্রী এই বিলের ওপর জোর দিয়েছেন। একই সঙ্গে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে লোকসভা ও রাজ্যসভায় 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বিল পাস হয়েছিল। বিল অনুযায়ী, জনগণনা ও আসন পুনর্বিন্যাসের পর সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করা হবে।

খোয়াইয়ের চেবরি বাজারে দুঃসাহসিক চুরি, স্বর্ণালঙ্কারের দোকান থেকে রুপোর গয়না লুট

খোয়াই, ১৬ এপ্রিল: ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল খোয়াই মহকুমার চেবরি বাজার এলাকায়। গতকাল গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী স্থানীয় 'প্রতিভা জুয়েলার্স' নামে একটি স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ রুপোর গয়না লুট করে নিয়ে যায়।

দোকানের মালিক রানা কিশোর দেবনাথ জানান, দুষ্কৃতীরা দোকান থেকে প্রায় ১ কেজি রুপোর অলংকার চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘটনার সময় দোকানটি বন্ধ ছিল এবং রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে চেবরি বাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, দীর্ঘদিন ধরে বাজার এলাকায় বেসরকারি পাহারার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে, যা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কত দ্রুত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনে।

আখাউড়া রাস্তায় এস.টি.পি., চান্দনিমুড়ায় এম.আর.এফ. এবং উষাবাজারে জল শোধনাগার প্রকল্প পরিদর্শনে রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল : রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ আখাউড়া রোডস্থিত সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এস.টি.পি.), চান্দনিমুড়ায় অবস্থিত আরেকটি সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং মেটেরিয়াল রিকোভারি ফ্যাসিলিটি (এম.আর.এফ) এবং উষাবাজারে অবস্থিত জল পরিশোধন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, আগরতলা একটি মর্যাদাপূর্ণ শহর। এই শহরের জনসাধারণের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং নিরাপদ পানীয়জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কাজ চলছে। আগরতলা শহরের পুকুরগুলির গভীরতা বাড়ানোর বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজাপাল ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনিতে পৌঁছালে আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ রাজ্যপালকে স্বাগত জানান। তিনি আখাউড়া খালের সঙ্গে যুক্ত হওয়া স্টর্মওয়াটার ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্যপালকে বিস্তারিত অবহিত করেন। এরপর রাজ্যপাল আখাউড়া রোডে অবস্থিত এস.টি.পি. এবং সিউয়েজ পাম্পিং স্টেশন পরিদর্শন করেন। এই প্রকল্পের বিষয়ে রাজাপালকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়।

এরপর রাজ্যপাল চান্দনিমুড়ায় অবস্থিত সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং মেটেরিয়াল রিকোভারি ফ্যাসিলিটি পরিদর্শন করেন। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্লাস্টিক, পুনর্ব্যবহারযোগ্য পলিথিন, প্লাস্টিক ও কাঁচের বোতল প্রভৃতি পৃথকীকরণ করার বিষয়েও রাজ্যপালকে বিস্তারিত অবহিত করা হয়। এরপর তিনি অমরুত প্রকল্পে নির্মিত উষাবাজারস্থিত ৮.০ এম.এল.ডি. জল শোধনাগার প্রকল্প পরিদর্শন করেন। ত্রিপুরা জল বোর্ড পরিচালিত এই প্রকল্প থেকে আগরতলা পুরনিগমের ১, ২ এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডে জল সরবরাহ করা হয়। এই প্রকল্প থেকে ৩,৯৪৭টি পরিবারে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা জল বোর্ডের সি.ই.ও. মিহির কান্তি গোপ পরিশোধনাগারের বিষয়ে রাজ্যপালকে বিস্তারিত অবহিত করেন। প্ল্যান্টের সম্মেলন কক্ষে জল বোর্ডের উদ্যোগে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্যপাল কয়েকজন সাফাই কর্মচারিকে সম্মানিত করেন। তিনটি জায়গা পরিদর্শনের সময় আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ, ত্রিপুরা জল বোর্ডের সি.ই.ও. মিহির কান্তি গোপ, আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের সি.ই.ও. এস নায়েক রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

বিকল্প পুনর্বাসনসহ নাগরিক পরিষেবার দাবিতে আগরতলায় বামেদের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা যাবে না, এই দাবিকে সামনে রেখে এবং নাগরিক পরিষেবার একাধিক জরুরি সমস্যার সমাধানের দাবিতে রাজপথে নামলো বামপন্থীরা। মূলত বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ নয়, বেহাল রাস্তা ও ড্রেন দ্রুত সংস্কার করা, নিগম এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে দূষণমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করা সহ একাধিক দাবিতে এদিন রাজপথে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। পরে আগরতলা পুর নিগমে ডেপুটেশন প্রদান করতে যায় সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। আজ আগরতলা শহরে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে এবং শেষ হয় আগরতলা পুর নিগম কার্যালয়ের সামনে। বাম নেতৃত্ব রতন দাস অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার বেহাল অবস্থা এবং নিকাশি ব্যবস্থার অবনতি সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়িয়ে তুলছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা, ফলে চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে নাগরিকদের। একই সঙ্গে বহু এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র সংকটও লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে দাবি তাদের। তিনি আরো বলেন, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাই অবিলম্বে বেহাল রাস্তা ও ড্রেন সংস্কার, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে দূষণমুক্ত পানীয় জল সরবরাহের দাবি জানান তারা। এছাড়াও, শহরের বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদ অভিযানের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বিকল্প পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ চালানো মানবিকতার পরিপন্থী। আগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, তারপরই উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। পরে একটি প্রতিনিধি দল আগরতলা পুর নিগমের কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে তাদের দাবিসমূহ তুলে ধরা হয়।

গ্রানতলী-গরুরবান্দ ফুটব্রিজের স্বপ্ন পূরণ, উদ্বোধনের অপেক্ষায় এলাকা জুড়ে উচ্ছ্বাস

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে গ্রানতলী ও গরুরবান্দ এলাকার বাসিন্দাদের। বহুদিনের স্বপ্নের গ্রানতলী-গরুরবান্দ ফুটব্রিজের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন, এখন শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষা। নতুন এই সেতুকে ঘিরে এলাকায় বইছে খুশির জোয়ার। একসময় এই দুই এলাকার মানুষের যাতায়াত ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

নদী পারাপারের জন্য কখনও নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো, আবার কখনও ছোট নৌকার ওপর নির্ভর করতে হতো স্থানীয়দের। বিশেষ করে বর্ষাকালে সেই ঝুঁকি কয়েকগুণ বেড়ে যেত। প্রতিদিনই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হতো গ্রামবাসীদের।

তবে এখন সেই দুর্দিন শেষ হতে চলেছে। আধুনিক নকশায় নির্মিত ঝকঝকে ফুটব্রিজটি ইতিমধ্যেই শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। কাজের চূড়ান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়েছে, আর কিছু দিনের মধ্যেই সেতুটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে বলে জানা গেছে।

এই ফুটব্রিজ চালু হলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে এলাকার স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়াও সহজ হবে। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দৈনন্দিন যাতায়াতে আসবে নতুন গতি।

গ্রানতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জানান, "আমরা বর্তমান সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই সেতুটি আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আগে মানুষ যেভাবে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করত, তা ভাবলে এখনও আতঙ্ক লাগে। এখন সবাই নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই ফুটব্রিজ শুধু দুই প্রান্তকে সংযুক্ত করবে না, বরং এলাকার সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথও সুগম করবে।

দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের পাশে পুলিশ, মানবিকতার উজ্জ্বল নজির বিশালগড়ে

বিশালগড়, ১৫ এপ্রিল: পহেলা বৈশাখের দিন এক অনন্য মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল বিশালগড়। দরিদ্র কিন্তু মেধাবী এক দশম শ্রেণির ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস এবং সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধর।

জানা যায়, বিশালগড় অফিস টিলা এলাকার বাসিন্দা সাগর পাল অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে নবম শ্রেণিতে ভালো ফল করে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পড়াশোনায় আগ্রহ থাকলেও আর্থিক অনটনের কারণে তার পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তার বাবা সুমন পাল একটি সেলুনে দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করেন, যার আয়ে সংসার চালানোই কঠিন। এই খবরটি জানার পর এক মুহূর্ত দেরি না করে সাগরের পাশে দাঁড়ান বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস। বুধবার দুপুরে থানায় ডেকে সাগরের হাতে তুলে দেওয়া হয় দশম শ্রেণির সমস্ত পাঠ্যপুস্তক, নোটবই, খাতা ও কলম। এই উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধরও। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজয় দাস জানান, "অর্থের অভাবে কোনোভাবেই সাগরের পড়াশোনা বন্ধ হতে দেওয়া হবে না। সে যেন নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে, সেই জন্য আমরা পাশে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।"

তিলথৈ কৃষি সমবায় সমিতি নির্বাচনে বিজেপির বড় জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ এপ্রিল: ধর্মনগর মহকুমার তিলথৈ প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনে বড় জয় পেল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে বাম ও নির্দল শিবিরকে পরাজিত করে বিজেপি প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন।

জানা যায়, এদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে বিজেপি ও সিপিআই(এম) ৫ জন করে প্রার্থী দেয়, পাশাপাশি ৩ জন নির্দল প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিটি বুথে সব দলের এজেন্টদের উপস্থিতিতে স্বচ্ছভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সমিতির মোট ১৪৬৫ জন ভোটারের মধ্যে ৭৭৩ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এর মধ্যে ৫৪২ জন পুরুষ এবং ২৩১ জন মহিলা ভোটার ছিলেন। বিকেল ৫টা থেকে ভোটগণনা শুরু হলে গণনা কেন্দ্রের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, বিজেপি প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হন।

দারিদ্রতাকে হার মানিয়ে সাফল্য, সিবিএসই পরীক্ষায় ৯৭.৫ শতাংশ পেয়ে উজ্জ্বল পীযূষ

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: দারিদ্রতা কোনও বাধা নয়, প্রমাণ করে দিল খোয়াইয়ের সোনাতলা এলাকার ছাত্র পীযূষ দাস। গৃহশিক্ষক বাবার স্বল্প উপার্জনে কোনোরকমে চলে সংসার, তবুও প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করে সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৭.৫ শতাংশ নম্বর অর্জন করে সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছে সে।

পীযূষের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে কঠিন সংগ্রামের গল্প। তার বাবা বিপ্লব দাস একজন গৃহশিক্ষক, মাসে মাত্র ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা উপার্জন করে কোনোরকমে সংসার চালান এবং ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগান। অন্যদিকে, তার মা মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন। এমনকি বাড়িতে পর্যাপ্ত পড়াশোনার সুযোগ-সুবিধাও ছিল না।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই পীযূষ নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে প্রতিদিন ৬-৭ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশোনা করেছে। নিজের পরিশ্রমের পাশাপাশি সে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-এর সাহায্য নিয়েছে এবং ইংরেজি ও জীববিজ্ঞানের জন্য দুইজন গৃহশিক্ষকের কাছ থেকেও দিকনির্দেশনা পেয়েছে।

পাশাপাশি, তার স্কুলের শিক্ষিকা সঞ্চিতা দাসের অবদানও সে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। শিক্ষিকার উৎসাহ ও দিকনির্দেশনাই তাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে বলে জানায় পীযূষ। নিজের এই সাফল্য সে শিক্ষিকার উদ্দেশেই উৎসর্গ করেছে।

ফল প্রকাশের পর থেকেই সোনাতলা এলাকায় খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা পীযূষের এই সাফল্যে আনন্দে মেতে উঠেছেন। তাদের মতে, দারিদ্রতা কখনোই প্রকৃত মেধাকে দমিয়ে রাখতে পারে নাপীযূষ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ভবিষ্যতে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় পীযূষ। তার লক্ষ্য, বড় হয়ে একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। ছেলের স্বপ্ন পূরণে বাবা এখনও নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। পাশাপাশি, এই মেধাবী ছাত্রকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় মানুষজনও পাশে দাঁড়িয়েছেন। পীযূষের এই অনুপ্রেরণামূলক গল্প আজ গোটা ত্রিপুরার বহু পরিবারের কাছে এক আশার আলো হয়ে উঠেছে।

বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে ছাত্রকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ১৬ এপ্রিল: রাজধানীর বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে এক ছাত্রকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বহিরাগতদের উপস্থিতিতে কলেজ চত্বরে দুঃসাহসিকভাবে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে, যা নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অভিযোগ, কলেজের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র হিরণ দাস এদিন অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে কলেজে গেলে তাঁকে বাধা দেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের এক নেতা তন্ময় ঘোষ। এরপর হিরণ প্রতিবাদ করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অভিযোগ, তন্ময় ঘোষ জিবি বাজার এলাকার অনিক নামে এক যুবকসহ কয়েকজনকে নিয়ে মদ্যপ অবস্থায় কলেজে প্রবেশ করে। পরে তারা হিরণকে ক্লাসরুম থেকে টেনে বের করে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে যায় এবং দরজা-জানালা বন্ধ করে লোহার রড, খেলার স্ট্যাম্প ও কাঠের টুকরো দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। কোনোরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পরও হিরণের ওপর হামলা থামেনি বলে অভিযোগ। কলেজ চত্বরে তাকে ধাওয়া করে আবারও মারধর করা হয় বলে দাবি পরিবারের। ঘটনার সময় কলেজের অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকলেও তিনি কোনো হস্তক্ষেপ করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পরে গুরুতর আহত অবস্থায় হিরণ দাসকে উদ্ধার করে আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর একটি আঙুল ভেঙে গেছে এবং মাথায় আঘাত লেগেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং কলেজে নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন হিরণের পরিবার ও এলাকাবাসী। পাশাপাশি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

এদিকে কলেজ টিলা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 17-04-2026, 01:44